Printed by Gopal Chandra Dey.
14, Goa Bagan Street, Calcutta

SARAMA NATAK.

(A HISTORICAL DRAMA.)

(ঐতিহাসিক নাটক)

'Errors like straws, upon the surface flow,
He who would search for pearls, must dive below.'

Dryden.

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে দ্বারা প্রকাশিত।

CALCUTTA.

The New Sanskrit Press.

1880.

উৎসর্গ।

জ্যেষ্ঠাগ্রজ

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়ের

চরণকমলে

এই ক্ষুদ্র পুস্তক

অকৃত্রিম ভক্তি উপহার স্বরূপ

শ্রীদত্ত।

বেহালা।
ফাল্গুন
সন ১২৮৬ সাল

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

নিউরাজ	....	নায়ক।
ধনপৎ সিং	....	দিল্লীর ধনাঢ্য বণিক।
মাধব রাও	....	ঐ ঐ যুবা।
শিবদাস রাও	....	মারহাট্টাদিগের চর।
সাহ আলম	....	দিল্লীর বাদশাহ।
ওয়েল্সলি	....	কোম্পানির সৈন্যাধ্যক্ষ।
অ্যান্ড্রু	....	ওয়েল্সলির সহচর।
রামদাস	....	ধনপতের দাস।
পূর্ণিয়া	....	মহীশূর রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী।

পুরোহিত, বন্দী ও রক্ষকগণ।

স্ত্রীগণ।

সরমা	....	নায়িকা।
মতিমালা	....	সরমার সখী।
দুর্গাবতী	....	সরমার মাতা।

বিধবা নিউরাজমাতা।

পুরাঙ্গনাগণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সরমা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ধনপৎসিংহের উদ্যানবাটিকা।

লতা-মণ্ডপ-তলে সরমা আসীনা।

সরমা। (অন্যমনস্কভাবে একটী গোলাব বৃন্ত নখদ্বারা ছিন্ন করিতে করিতে।) (স্বগত) ইনি কেন গরিবের ঘরে জন্মালেন? এমন সৎ:—এমন দয়ালুর এ দুঃখ? হা ঈশ্বর! তোমার এমন অসদৃশ সংঘটন কেন? তুমি গোলাবে কাঁটা দিয়াছ। কমল-মৃণালে কাঁটা দিয়াছ। মনোরম বিদ্যুতে কঠিন বাজ লুকিয়ে রেখেছ। বিদ্যায় কঠোর শ্রম—সৎ-পথে নানা ব্যাঘাত, এ সব কেন করেছ? জানিনা। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) আমি বড় ভাল বাসি! কাকে ভালবাসি? করি, সেই নামটী একবার করি! 'নিউরাজ'—একাধারে এতগুণ, আমি কখন শুনিনি। বাবা বলেছিলেন, নিউরাজ অতি সৎ। এদের উপকার করো। নিউরাজকে ভায়ের মতন দেখো। আমি তাই কর্ত্তুম। কিন্তু এখন

আমার মনের ভাব, ক্রমে এত বদ্‌লে গেল কেন? এখন আর সে ভাতৃ-স্নেহ নাই, তার বদলে যেন আর কি হয়েছে। এ ভালবাসা আমার হৃদয়ে তো কখন ছিলনা। সে দয়া নাই, তার বদলে ভক্তির উদয় হয়েছে। এখন একদণ্ড কাছ্‌ছাড়া হলে, মন কেমন কোরে ওঠে। আচ্ছা, দরিদ্র হলে কি মহদ্বংশজাত হতে নাই? ইনি সৎকুলীনও হতে পারেন। সকলে কিছু চিরকাল ধনী থাকে না। আজ যিনি রাজবাড়ীতে সোনার খাটে শুয়ে রয়েছেন্, কাল হয় তো তিনি গাছ্‌তলায় ঘাসের উপর শুয়ে থাকতে পারেন্, পণ্ডিতেরা বলেন্, লোকের অদৃষ্ট চাকার মতন অনবরত ঘুরছে। আরও শুনেছি লক্ষ্মীর নাম চঞ্চলা, তিনি এক জায়গায় ঠিক থাকতে পারেন্ না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সূর্য্য অস্ত গেলেন্। সন্ধ্যা হয়ে এল, কৈ এখনো যে আজ্ এলেন্ না? আহা! বৃদ্ধ মাতা আছেন্; তাঁকে ফেলে রেখে শীঘ্‌গির্ আস্‌তে পারেন্ না। এত যত্নে মালা গাঁথলুম বোধ হয় শুকিয়ে গেছে—কৈ দেখি? (বৃক্ষশাখা হইতে মালা গ্রহণ)। না এখনো শুকায়নি, থাক্ আজ্ এই উপহারটী দিব।

(পশ্চাদ্ভাগে পদসঞ্চালন শব্দ,—নিউরাজের প্রবেশ।)

নিউরাজ। সরমে! আজ্ কিছু মনে করোনা। আজ্ বড় বেলা গিয়াছে! মা আজ্ অতিশয় কাঁদ্‌ছিলেন্, তাঁকে

শান্ত না করে, কি করে আসি? কাজেই দেরি হয়ে পড়েছে, তুমি এতক্ষণ আপ্‌না আপ্‌নি কি কথা কচ্ছিলে?

সরমা। (সলজ্জে) কৈ না কি—ছু তো বলিনি। ঐ (স্বগত) ঐযা, সব হয়তো টের পেয়েছেন্? কি মনে করবেন্?

নিউরাজ। (স্বগত) কি বলছিলেন্, আমায় দেখে লজ্জা পেয়েছেন্। যাক্ ও বিষয়ের আর প্রসঙ্গের আবশ্যক্ নাই। (প্রকাশ্যে) সরমে! দেখ দেখ কেমন সুন্দর পাখিটী? ঐ শোন একটী পাখী লুকিয়ে কেমন গান্ কচ্ছে। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

সরমা। সন্ধ্যার শোভা অতি মনোহর। এদিকে পাখী গান্ কচ্চে, কোথায় সুন্দর্ সুন্দর্ ফুল্ ফুটেছে; কোথাও থেকে ফুর্ ফুর্ করে বাতাস বচ্চে। আকাশে ক্ষণে ক্ষণে কত রকম আকৃতি হচ্চে। পুকুরে কেমন লহরী উঠ্‌ছে। সকলই সুন্দর।

নিউরাজ। তুমি একটী বল্‌তে ভুলেছ। বল দেখি, এই শান্তকালে মন কি, সেই শান্তময় ঈশ্বরের দিকে যায় না? সাধুগণ এই সময়ে নদীর সৈকতে বসে ঈশ্বরের নাম কচ্ছেন্। সামগা ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে কেমন বেদ পড়্‌চেন্ শোন।

সরমা। আমি তপোবনের পর্ণকুটীরে থেকে তাঁর্ নাম শুন্‌তে পেলে, অট্টালিকায় থাকার চেয়ে অধিক সুখে থাকি।

নিউরাজ। সরলার সরল চিন্তা, পবিত্র হৃদয়ার পবিত্র কামনা।

সরমা। আচ্ছা, তোমার মা যে অনবরত কাঁদেন্, তার কোন কারণ থাকতে পারে। যদি বল দুঃখে কি কষ্টে ? যার এমন ছেলে, তাঁর আবার দুঃখের ভাবনা ? দুঃখে কি শোকে মানুষ কিন্তু সকল সময় দুঃখিত থাকতে পারেনা। দিনের মধ্যে একবারও সুখী দেখা যায়। অমাবশ্যা চিরকাল থাকে না। বিশেষতঃ শুনেছি ছেলেপুলের মুখ দেখ্‌লে, মার অনেক কষ্ট দূর হয় ; কিন্তু আমি ভালকরে দেখিছি, তোমায় দেখ্‌লে তাঁর কষ্ট দুগুণ বেড়ে ওঠে।

নিউরাজ। (স্বগত) সরমা অতিশয় বুদ্ধিমতী। সকল বিষয়েরই প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে ইচ্ছুক। (প্রকাশ্যে) কি জান সরমা, আমায় সুখে রাখ্‌তে পারেন্ না বলে মার এত কষ্ট। তাই আমায় দেখ্‌লেই তাঁর দুঃখের সাগর উথ্‌লে ওঠে। পাছে আমি অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে যাই। এ জন্যও সর্ব্বদা ভাবেন্।

সরমা। আমি বাবাকে বলে তোমার একটী চাকরি করে দিব। আমি শুনেছি ; শুনেছি কেন আমি বেশই জানি, তুমি উত্তম বিদ্বান হয়েছ। তোমার অর্থের ভাবনা কি ?

নিউরাজ। সরমে ! একথাটীতে আমি বড় সুখী হলেম্ না। যদি অন্নাভাবে মরি, তথাচ যেন পরাধীন থাকতে না হয়। পরাধীনতা অতিশয় নীচবৃত্তি। আমি প্রাণ

থাক্‌তে কখনই স্বাধীনতা বিক্রী করতে পারবোনা। ঈশ্বর যখন জীব দিয়াছেন, তার অন্নেরও সংস্থান তার সঙ্গে সঙ্গেই করে দিয়েছেন। তোমার অনুগ্রহে, আমি অন্নের জন্য তিলমাত্রেও লালায়িত নহি। আমি ক্ষুদ্র হলেও আমার আশা অতি মহতী।

সরমা। (স্বগত) কেন আমি একথা বল্লুম্, বোধ হয় মনে একটু কষ্ট হয়েছে। (প্রকাশ্যে) না কিছু মনে কর্‌বেন্ না; আমি না বুঝে বলেছি।

নিউরাজ। সাগরের জল সূর্য্য তাপে উত্তপ্ত হয় না, হিমাচল ঝড়েও কাঁপে না। ঘনকৃষ্ণ মেঘ, দিনের আলোক হরণ করিতে পারে না। আমার হৃদয় কিছুতেই চঞ্চল হয় না। তা সরমা তুমি কি বলেছ যে আমার মনে কষ্ট হবে? বরঞ্চ তোমার মনে কষ্ট হলে আমার মন বড় ব্যথিত হয়। আমি তোমায় বড় ভাল বাসি। তোমায় একদণ্ড না দেখ্‌লে কষ্ট হয়।

(নেপথ্যে অঙ্কুরিত নবপ্রেম সূচক গীত)

রাঃ—সিন্ধুভৈরবী, তাঃ—আড়খ্যামটা।

একি জ্বালা ঘটিল সই।
স্বভাবে অভাব যেন,—
আমায় আমি নাই।

চলিতে চরণ টলে,
আবেশে পড়ি গো ঢলে ;
নাথের বিরহানলে ;
মরমেতে মরে রই।”

আহা কি মধুর সুর। গীতে, গভীর শোকে মুহ্যমান ব্যক্তির হৃদয়েও সন্তোষের কিরণ দীপ্ত হয়। (স্বগত) এ গীতটী কে গাইলে ? নবপ্রণয়িনীর অবস্থার সঙ্গে এ গীতটী ঠিক্ মেলে। মরি মরি কি সুন্দর।

সরমা। ঐ শোন—কেমন গাচ্চে। নিউরাজ ! প্রেম কাকে বলে ? প্রেমের কি এত মোহিনী শক্তি ? ও গানটীর অর্থ কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম্ না। কিন্তু নব প্রণয়ীর হৃদয়ের ভাব, আমার সঙ্গে কিছু কিছু মিল্‌ছে। অথচ আমি স্পষ্ট প্রকাশ কর্ত্তে পারি না। আমার হৃদয়ে তবে কি প্রেম জন্মেছে ?

নিউরাজ। না হলে মিল্‌ল কেন ?

সরমা। প্রেম কাকে বলে ?

নিউরাজ। অকৃত্রিম ভালবাসার নাম প্রেম।

সরমা। আমি বাবাকে, মাকে, ও ভাইদের বড় ভাল বাসি। তবে তাকি প্রেম ?

নিউ। তা প্রেম বটে কিন্তু প্রণয় নয়। (স্বগত) কি সরলা ! কিছুই জানে না। (সহাস্যে) ক্রমে জান্‌বে প্রণয় কাকে বলে।

সরমা। আমি তো বইয়ে প্রণয়ের কথা অনেক পড়েছি, কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

নিউ। প্রণয়ী না হলে কি প্রণয় কাকে বলে জান্‌তে পারে!

সরমা। (স্বগত) আমার মালাছড়াটী শুকিয়ে গেল! এত যত্নে গেঁথেছিলুম্ কিন্তু সার্থক হোলো না। মালাছড়াটী ওঁকে দিতে আজ আমার লজ্জা হচ্চে কেন? দিই এতে দোষ কি? না; দিতে পারবো না। লজ্জা বড় বাধা দিচ্চে। থাক্ পাঠিয়ে দিব। (প্রকাশ্যে) ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। কৈ আজ এখনো যে প্রিয় সখী এলোনা?

নিউ। তুমি আর আমার কাছে থাকুতে ভালবাস না কেন সরমা?

সরমা। না! তুমি বুঝি তাই মনে কর্‌ছো?

নিউ। (স্বগত) এখন আর সরমার সে ভাব নাই। মুখ্ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন কি ভাব্‌চে। সরমার হৃদয়ে তবে কি, প্রণয় বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে? কোন্ ভাগ্যধরের মুর্ত্তি সরমার হৃদয়-পটে প্রতিফলিত হয়েছে? জানি না! সরমা কি আমায় ভালবাসে? না! আমি কি ভালবাসার পাত্র? রূপ নাই, গুণ নাই, ধন্ নাই, মান্ নাই, সৎকুলীন নহি। কিসে ভালবাস্‌বে? (ম্রিয়মাণ)

সরমা। ঐ সখী আস্‌ছে। বলি এত সন্ধ্যা করে কি আস্‌তে হয়?

মতিমালার প্রবেশ।

মতিমালা। (সহাস্যে) ভাই অনেক কাজ ছিল, না সেরে কেমন করে আসি বল? (জনান্তিকে) বলি আমি সকাল্ সকাল্ এলে এত মন খুলে কি কথাবার্ত্তা হোত?

সরমা। কি বল্‌ছো সখী? কথাবার্ত্তা? তা তুমি থাকলে হবে না কেন সখি? আমাদের গোপনীয় কথা এমন কি আছে বল?—

মতি। নিউরাজ আজ্ তোমায় এত চিন্তিত দেখ্‌ছি কেন? অন্য দিন কত হাস, কত কথা কও, আজ্ নীরবে একধারে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?

নিউ। না এমন কিছু নয়। তবে কি জান পুরুষের শত শত ভাবনা।

মতি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চল বাড়ী যাই।

সরমা। তবে আজ্ আসি!

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধনপৎসিংহের শয়নগৃহ।

ধনপৎসিংহ ও দুর্গাবতী আসীনা।

দুর্গাবতী। সরমা আমাদের, শত্রুর মুখে ছাই দে ডাগর্ ডোগরটী হয়ে পড়্‌লো; এখনো যে বের কোন সম্বন্ধ স্থির কর্‌লে

না—এর পর কি হবে? ভেবে ভেবে যে আমার পেটের ভাত চাল হয়ে উঠ্‌ছে। ঘুম্ নাই, সুখ্ নাই; কেবল ভাবনা। শেষে দেখ্‌ছি তাড়াতাড়িতে, যা হয় একটা বর ধরে বে দিতে হবে।

ধনপৎ। প্রিয়ে! আমি কি চুপ্ করে আছি? আমার সরমা যেমন, তেমনি একটী বর না পেলে. কি সহজে এমন স্বর্ণ-লতাকে যার তার হাতে দিতে পারি?

দুর্গাবতী। আচ্ছা আমি একটী কথা বলি, বাড়িতে বসে বসে কি তুমি মনোমত সোনার চাঁদ বর পাবে? চেষ্টা দেখ্‌তে হয় তবে কাজ্ সফল হয়।

ধনপৎ। কত জায়গায় ঘটক পাঠিয়েছিলুম্, কিন্তু কোথাও পছন্দ হচ্চে না। সুন্দর পাওয়া যায়, ধনী পাওয়া যায়, বড় বর পাওয়া যায়। একাধারে সব গুণও দু একটী পাওয়া যায়। কিন্তু সরমা আমাদের যেমন সৎস্বভাবের পক্ষপাতিনী. তেমনটী একাধারে পাওয়া ভার।

দুর্গাবতী। দেখ আমি যদি একটী কথা বলি, অগ্রাহ্যি করবে না,

বল?

ধনপৎ। প্রেয়সি! কথনো কি তোমার কথা আমি অগ্রাহ্য করি? তুমি নিঃশঙ্কোচে বলো। তুমি কি আমায় কথন অবুঝের মতন কথা বলেছ? না কাঁচা কথা বলেছো? পুরুষের স্ত্রীই পরামর্শদাতা। ঘোর বিপদে স্বামী যখন হতাশ হয়ে

পড়েন্, সে বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর্তে স্ত্রীই একমাত্র কাণ্ডারী। ঐশ্বর্য্যে দাস দাসী থাকে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় কুটুম্ব দেখ্তে পাওয়া যায়; কিন্তু দরিদ্র দশায় কে অবিচলিত ভাবে, অম্লান মুখে দরিদ্রতার কষ্ট তিলমাত্র অনুভব না করে, দরিদ্রের মনে সন্তোষের উদয় করায়? কে রাজপ্রাসাদে এবং পর্ণকুটীরে সমান ভাবে সেবা করে? সে কেবল তোমার ন্যায় গুণবতী স্ত্রী। মাতৃস্নেহ যেমন দারিদ্রদশায় অধিক বর্দ্ধিত হয়, সাধ্বি স্ত্রীর স্বামিভক্তিও সেইরূপ বর্দ্ধিত হয়। তা প্রিয়ে তুমি কথা বল্বে—তা আমি আবার অগ্রাহ্য কর্বো!—কি বলো?

দুর্গাবতী। দুঃখের সঙ্গে গুণের কোন সংস্রব নাই, খুব ধনী হলেই, যে তাঁতে গুণ থাকবে; আর দরিদ্র হলেই যে তাঁর গুণ থাকবেনা, তাও হতে পারেনা। সরমা আমাদের নিউরাজকে ভারি ভালবাসে, সে নিউরাজের গুণের নিতান্ত পক্ষপাতিনী; আচ্ছা তবে কেন নিউরাজের সঙ্গে সরমার বে দাওনা?

ধনপৎ। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) (স্বগত) নিতান্ত অসঙ্গত। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! এ নিতান্ত অযুক্তির কথা।

দুর্গাবতী। কিসে?

ধনপৎ। তুমিই বিবেচনা করে বল দেখি!

দুর্গাবতী। আমি কি না বিবেচনা করেই বলেছি?

ধনপৎ। তবে কি সরমাকে নিতান্ত হাত পা বেঁধেই জলে ফেলে দেবার ইচ্ছা ?

দুর্গাবতী। কেন ? দরিদ্র বলে ?

ধনপৎ। দরিদ্রের জন্য একবারও আমি ওকথা বলিনা ?

দুর্গাবতী। তবে কি ? মূর্খ ? না গুণ নাই ?

ধনপৎ। না ওসব কিছুই না।

দুর্গাবতী। তবে কিসের আপত্তি ?

ধনপৎ। আমি একজন, সম্ভ্রান্ত, বিজ্ঞ, মান্য, ও কুলীন হয়ে কি হঠাৎ একজন অপরিচিত ও অজ্ঞাত কুলশীলের সঙ্গে মেয়ের বে দিতে পারি ? আমি স্বীকার করি, নিউ-রাজ রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, কিন্তু বল দেখি, উঁহার বংশ মর্য্যাদার বিষয় কি তুমি কিছু জান ? উঁহার জাতের বিষয়ও কিছু ঠিক্ নাই। কি করে বল দেখি, অমন বরে কন্যা সম্প্রদান করি ?

দুর্গাবতী। এ কেমন কথা ? এই তুমি নিজেই বল্‌ছিলে আমি যার স্বভাব ভাল, আর যে বিদ্বান্ হবে, তার সঙ্গে মেয়ের বে দেবো। তা এতে অমত কচ্চো কেন ?

ধনপৎ। আমার পিতৃ-পিতামহ, যে কুলমর্য্যাদা রক্ষা করেছেন, তাঁরা যেমন ঘরে বে দিয়ে কুল উজ্জ্বল করে গিয়েছেন, আমি কি এমন কুলাঙ্গার, যে অনায়াসে অজ্ঞাত কুলশীলের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করবো ?

দুর্গাবতী। আচ্ছা, নিউরাজের কুলমর্য্যাদার বিষয় আমরা তো সম্পূর্ণ জানি না ; হয়তো নিউরাজ, সৎকুলীনও হতে পারে। তবে তার সন্ধান নাওনা কেন ?

ধনপৎ। উহার অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ গুপ্ত, আর অজ্ঞাত। নিউরাজের যে মা আছে, সে কারো সঙ্গে দেখা করে না। কেবল বনের ভিতর, সেই কুঁড়েটীতে চুপ্ করে বসে থাকে, আর কাঁদে। নিউরাজকে তাহার বংশের পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লেও সে বলতে পারেনা। তা এমন অবস্থায় কেমন করে বে দিতে পারি ? আর লোকেই বা বল্‌বে কি ?

দুর্গাবতী। আমাদের সরমা তো প্রায় নিউরাজের কাছেই থাকে, তা ওকি ও বিষয়, ভাল রকম্ জান্‌তে পারেনা ? সরমা কখন কখন আবার ওদের বাড়ীতেও যায়। তা নিউরাজের মাকেও বোধ হয়, তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে থাকুতে পারে। তবে কৌশলে কেন সরমাকে জিজ্ঞাসা করা যাক্ না ?

ধনপৎ। তাতে ক্ষতি কি ? সরমা কি নিউরাজের অনুরাগিনী ?

দুর্গাবতী। নিতান্ত ; কথার ভাবে অনেকটা বোঝা যায়। এ বে হলে বড় সুখের হবে, দুজনের মনে মনে বড় মিল্‌বে।

ধনপৎ। এই যে সরমা আস্‌ছে।

[সরমার প্রবেশ।

এস—মা এস! এতক্ষণ কি কচ্ছিলে মা?

সরমা। মা! আজ আমার সেই গোলাব্ গাছটীতে এত বড় একটী ফুল ফুটেছে। (হস্তদ্বারা প্রদর্শন) মা এমন সুগন্ধি গোলাব আমি কখন দেখিনি। এম্নি দেখ্‌তে তা আর্ কি বল্‌বো; বাগান্‌টী যেন আলো করে রয়েছে।

ধনপৎ। মা এখানে বোসো; দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সরমা। (উপবেশন করিয়া) মা নিউরাজেরা বড় গরিব, নিউ-রাজের মা কেবল কাঁদেন, আমি গিয়ে কাছে বস্‌লে একটু ভাল থাকেন—লোকের দুঃখ দেখ্‌লে আমার মনের ভেতর কেমন করে। নিউরাজ্ গরিব বটে, জান বাবা! তাঁর কিন্তু মন বড় উঁচু। স্বভাবটী বড় সৎ আর সরল; লেখা পড়াও বেস্ শিখেছেন।

ধনপৎ। লেখা পড়া যে শিখেছে তা আমি জানি, তবুও ওদের এত দুঃখ কেন? চাকুরি কর্‌লে তো অনায়াসে চল্‌তে পারে।

সরমা। বাবা! আমিও এক একদিন বলেছিলুম্, তাতে দেখ্‌লুম্ মনে মনে দুঃখ করেছেন। তিনি বল্‌লেন্ আমি কখনই স্বাধীনতা বিক্রি কর্‌তে পারি না? যদি না খেয়ে মারা যাই, তবুও যেন চাকুরি কর্‌তে না হয়। আরও বল্‌লেন, সরমে! আমার ভাবনা কি; অর্থের চিন্তায়, আমার চাকরি কর্‌বার আবশ্যক নাই।

দুর্গাবতী। (স্বগত) যার মন এত বড়, সে কখনই দুঃখী হতে পারে না। আমার বোধ হচ্চে, নিউরাজ্ নিশ্চয়ই মহদ্বংশ জাত, গুপ্ত বেশে, কোন কারণের জন্যে, এখানে আছে।

ধনপৎ। আচ্ছা সরমা! তুমি নিউরাজের মার কাছে তো গিয়েছ। তা কখন কি তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করনি?

সরমা। বাবা! যতবার জিজ্ঞাসা করেছি, ততবারই দেখিছি, কি ভেবে তিনি কেবলই কাঁদেন্। আর বলেন্, ও বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, তা আমি বল্‌বো না। আর ও বিষয় জিজ্ঞাসা করে, আমার মনে কষ্টের উদ্রেক করে দিও না। তাই আমি আর জিজ্ঞাসা করি না।

ধনপৎ। (স্বগত) এর অর্থ কি? যাই হোক্ তত্ত্ব নিতে হবে। (প্রকাশ্যে) তুমি কি নিউরাজ্‌কে ভালবাস?

সরমা। সত্যি বাবা ওঁকে আমি বড়—ভালবাসি।

ধনপৎ। (স্বগত) সরলা! খল কপট জানেনা।

দুর্গাবতী। মা তোমার পড়াশুনা কতদূর হোলো।

সরমা। অমনি হচ্ছে, বড় মন্দ নহে।

ধনপৎ। যাই, আমার অনেক কাজ রয়েছে, আর বস্‌তে পারি না।

দুর্গাবতী। এস।

[ধনপতের প্রস্থান।

সরমা। মা, ঠাকুরের আরতির বাজনা বাজ্‌ছে, যাই আরতি দেখে আসি।

দুর্গাবতী। হাঁ আমারও কাজ আছে যাই।

[দুর্গাবতীর প্রস্থান।

সরমা। (স্বগত) আচ্ছা! বা—বা, নিউরাজের বিষয়—আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্‌, কেন? আবার বল্লেন্‌, "তুমি কি নিউরাজ্‌কে ভালবাস"! এর বা অর্থ কি? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আমি নিউরাজের সঙ্গে কথা কই, তাঁর কাছে থাকি বলে, বাবা কি রাগ্‌ করেছেন? কেন তাই হবে কেন? বাবাই তো বলেছিলেন্‌, যে "তুমি নিউরাজের কাছে পোড়ো, তার কাছে কখন কখন গিয়ে সদুপদেশ নেবে"; তবে রাগ্‌ কর্‌বেন কেন? আবার বল্লেন, "তাদের পরিচয় কি তুমি জিজ্ঞাসা করেছো"? এরই বা ভাব্‌ কি? যাই হোক! আর ও বিষয়ের আন্দোলন করেই বা, কি হবে? নিউরাজের স্বভাব অতি সরল ও মন অতি মহৎ। নিউরাজ্‌ কি আমায় ভালবাসেন? (গাত্রোত্থান ও ইতস্ততঃ পাদচারণ) তিনি বলেছিলেন, "প্রণয় কাকে বলে; ক্রমে জান্‌বে"; তা আমার মনের যে রূপ ভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই কি প্রণয়? আর তো পূর্ব্বের ন্যায় কিছুই নাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশ্মির।

উপবন মধ্যস্থিত পর্ণকুটীর।

নিউরাজের মাতা গলদেশে হাত দিয়া মলিনবেশে একান্তে ধরাতলে আসীনা।

নিঃ মা। (স্বগত) হা বিধাতা! তোমার মনে এই ছিল! কোথায় রাজরাণী; না কোথায় কাঙ্গালিনী। আমায় এত দুঃখ দিয়েও কি তোমার সাধ মিট্‌লোনা! কোথায় নিউরাজ্ (ক্রন্দন স্বরে) রাজা হবে, না কোথায় ভিখারি! আঃ আঃ——আর সহ্য হয় না! এ দুঃখে আর সহ্য হয় না! আমি পাষাণী, তাই জীবিত আছি। হা নেমো-খারাম্, চাঁড়াল, "হায়দার" তোর পেটে এমন হারামের ছুরি ছিল? তুই ছুঁচ্ হয়ে ঢুকে, শেষে কিনা কাল হয়ে বেরুলি? কালসাপ্ জান্‌লে, আগে কি তোকে দুধ্‌কলা দে পুষ্‌তে দিতাম্? রাজ্যের শান্তিরক্ষার জন্যে রেখে, শেষে তুই কিনা আমাদেরই শান্তি চিরকালের জন্যে ঘোচালি? ধর্ম্ম থাকেন্, এর বিচার কর্‌বেন? এখনও সূর্য্য ওঠে, এখনও গঙ্গায় জোর ভাঁটা খেলে, এখনও

ধর্ম্ম আছে, এর ভোগ তোকে ভুগ্‌তে হবেই। আমি যদি যথার্থ সতী হই, ঈশ্বর, তোকে এর প্রতিফল দেবেন। এই শিশু কোলে করে, রাজ্য ছেড়ে বনে বাস কচ্ছি, তোর বংশে—যেন, এর চেয়েও কষ্ট পায়। বাপ্ নিউ-রাজ্ রে! (উদ্দেশে সম্বোধন) তুই রাজপুত্র, তোর আজ এদশা দেখে, এখনো আমি পোড়াপেটে অন্ন দিই। এখনো আমি বেঁচে আছি! বাবা আমার কিছুই জানেনা। পরিচয় কত সময় জিজ্ঞাসা করে। কি পরিচয় দিব? ওঃ আর পারিনা, থাক্। এখনি কে টের পাবে। লোকের কাছে পরিচয় দিব না। আর না—কোথায় রাম রাজা হবে, না বনবাস!

[নিউরাজের প্রবেশ।

নিউরাজ। (স্বগত) একি! মা কি বল্‌ছিলেন? 'কোথায় রাম রাজা হবেন্ না বনবাস' এর অর্থ কি? এর ভিতর কোন গূঢ় কারণ আছে! গভীর শোকে, দুহ্যমান্ না হলে, মা কখনই সর্ব্বদা এত ম্রিয়মাণ থাকেন্ না। রাম রাজা? রাম কে? আমাকে কি উদ্দেশ করে, মা একথা বল্‌ছিলেন? না! তাই বা হবে কেমন করে। আমি কখন কি রাজা ছিলেম? বনবাস সত্য বটে। তবে হয় তো আমি রাজপুত্র ছিলেম। আমার অদৃষ্ট তবে কি এত মন্দ? মা যে মহদ্বংশের পরিবার, তা

কথার ভাবেই বোধ হয়। কারণ, উচ্চবংশ না হলে, মনের ভাব কখন এত উচ্চ হয় না। যদিও, আমাদের অবস্থা এখন এত মন্দ, তথাপি মা, দরিদ্র মহিলাদের হতে অনেক তফাৎ। কাহারো সঙ্গে আলাপ করেন্ না। আর সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত। (প্রকাশ্যে) মা সকল সময় কাঁদো কেন ?

নি, মা। (ক্রেন্দন সম্বরণ করিয়া) না বাবা ! কাঁদিনি। তবে মনটা বড় উতলা হলে একটু কাঁদি। বাবা ! কোথায় গিছ্‌লে ? তোমায় না দেখ্‌লে আমার মনের ভিতর কেমন করে।

নিউরাজ। এই ইদিক্ ওদিক্ বেড়াচ্ছিলাম। সরমাদের বাটীও গিছ্‌লাম।

নি, মা। সরমা সেদিন এসেছিল। মেয়েটী বড় ভাল, যেমন রূপ, তেম্‌নি গুণ। এত যে বড় মানুষের মেয়ে, তা অহঙ্কার টহঙ্কার নেই। ইচ্ছা করে, অমনি—একটী বউ করে আনি। তা আমার সে আশা, এখন দুরাশা ! সে দিন গিয়েছে। হা ঈশ্বর ! এও এখন আমাদের দুরাশা হয়ে দাঁড়াল। ওঃ ! কি কষ্ট। (মৌনভাবে অবস্থিতি) সরমা আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা কল্লে, তা কি পরিচয় দিব ; দীন, দুঃখীর আবার পরিচয় কি। এমন এক দিন গিয়েছে, যখন পরিচয় দিতে হয় নাই ; এখন আর পরিচয় কি দিব ?

নিউরাজ। (স্বগত) পরিচয় কেন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তবে কি আমার সহিত পরিণয় কামনা? না এ নিতান্ত অসম্ভব।

নি, মা। (স্বর্ণপদক বাহির করিয়া) বাবা! তোমার এই হীরা বসান স্বর্ণের পদক আছে, আমি মরে গেলে, কি কোন ঘোর বিপদে পড়্‌লে, খুলে দেখো, এতে তোমার যথেষ্ট উপকার হবে। আর এই যে হীরার আঙ্গুটী আছে, ঈশ্বর যদি কখন দিন দেন, যদি তিনি মুখতুলে চা'ন, তো এটীও খুলে দেখাবো। তুমি উৎকণ্ঠিত হোয়ো না। যদি কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তো বলো, আমি কিছুই জানি না। বাবা! এই পর্য্যন্ত বলে রাখি; তুমি বড় হয়েছ না বলাও ভাল নয়। তুমি নীচ বংশ থেকে হওনি, তুমি বড় লোকের ছেলে, কিন্তু এ অভাগিনীর কপালে!!! (ক্রন্দন করিতে করিতে) হায় জগদীশ! আমাদের আজ কি দুর্দ্দশা! হায়! কাঙ্গালিনী, ভিখারিণী।!!!! (স্বগত) নিউরাজ সে কথা শুন্‌লেই সর্ব্বনাশ হবে, আমার আশা লতাটী ছিন্ন হবে। আমার অন্ধের যষ্ঠি ভগ্ন হবে!

নিউরাজ। মা! আমাদের পরিচয় দিতে তুমি কুণ্ঠিত হও কেন?

নি, মা। বাবা যে পরিচয়ে কোন কাজ হবে না, তা নিয়ে কি হবে বলদেখি? যাতে সুখ নাই বরং সমুদ্র মন্থনে

গরল উঠিবার ন্যায় অসুখ, তাতে আবশ্যক্ কি? সকল দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পেলেন, সব অমৃত ফুরিয়া গেল, তার পর আশুতোষ এলেন, তাঁর কপালে শেষে অমৃত চুলোয় থাক, প্রাণনাশক দারুণ গরল উঠ্‌লো। তাই বাবা! সুখ গিয়েছে, সম্পদ গিয়েছে, মান গিয়েছে, এখন দুঃখ অবশিষ্ট আছে, এখন যদি পরিচয় পাও, তা হলে কেবল দারুণ শোক্ বই আর কিছুই হবে না। তা বাবা! আমি মিনতি করে বলি ও পদকুটী আর অঙ্গুটীটী খুলোনা, কিম্বা হারিও না। আমার একথাটী রেখো। আর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, আমার পুরোণো শোক্ উস্‌কে দিও না।

শিউরাজ। মা! তুমি নির্ব্বোধ নও। তোমার মত বুদ্ধিমতীর, সামান্য স্ত্রীলোকগণের মত শোকে মুগ্ধ থাকা উচিত নয়। মা! লোকে পুত্র কামনা করে কেন? পিতৃকুল উজ্জ্বলের জন্য নয়? তাদের কীর্ত্তি বজায় রাখ্‌বার জন্য নয়! তবে তুমি আমায় পরিচয় দাও। যদি কোন পাপাত্মা আমাদের মহদ্বংশে কোন উপদ্রব করে থাকে, তোমার সুমুখে প্রতিজ্ঞা কচ্চি, তার সমুচিত প্রতিফল দেবোই দেবো।

নি, মা। বাবা অত উতলা হোয়ো না! সময়ে চাপা থাকবে না। ক্রমে জান্‌বে। এখন রাত অধিক হয়েছে, সেই বিরাট

পর্ব্বটী পড় দেখি শুনি। উটী শুন্তে, আমি বড় ভাল-বাসি।

(কক্ষান্তরে উভয়ের প্রস্থান)

দূরে নেপথ্যাভ্যন্তরে দুঃখসূচক গীত)

রাঃ—জঙ্গলা। তাঃ—একতালা।

চির দিন, কখন, সমান না যায়,
নিউরাজ কবে, কোথায় রাজা হবে,
কোথায় শান্তি পাবে, কোথায় সুখে রবে,
কোথায় কত কষ্ট পায়।
মহীস্থর পতি, অতি মহামতি, মহান-শকতি,
দাসে শেষে নাশে তায়।
আর কত কাল, ভুঞ্জিবো গো বল, এ দুঃখ করাল,
শেষে বুঝি প্রাণ যায়।
বিধাতা এখনো, হয়নি কি মন, তোমার পূরণ,
কত কষ্ট সহে হায়।

[নিউরাজের পুনঃ প্রবেশ]

নিউরাজ। ক্রমে, আমার হৃদয়, গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হচ্চে। শৈশবের—সে সুখের দিন কোথায়? হা ঈশ্বর! সম্পদের অধিকারী হই নাই। সামান্য স্বভাবজাত সন্তোষ, হৃদয়ে ছিল। তাও কি নিষ্কণ্টকে ভোগ কর্‌তে দিলে না, তাতেও বাধা? কুসুম মকুল, প্রস্ফুটিত না হতে হতেই তায় কীটের সৃজন কল্লে? যত বয়স অধিক হচ্চে

ক্রমে ততই হৃদয়ে, নূতন নূতন ভাবনা প্রবেশ কচ্চে? মানুষে বর্ত্তমানকে নিন্দা করে থাকে, বোলে, যে আমি আমার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দোষারোপ করিয়া, অতীত শৈশবের সময়কে ভাল বল্‌ছি, তা নয়। যদি কেহ আমার হৃদয় দেখ্‌তে পারেন্ দেখুন্—এক্ একটী চিন্তায় হৃদয় কত দগ্ধ হয়ে রয়েছে। যেমন যৌবনে পদার্পণ কল্লুম অমনি যৌবন সুলভ (ওঃ কি নিদারুণ!!!) নবীন, পবিত্র, অকৃত্রিম, প্রেম জন্মিল। হৃদয়! ভাবনা জানিত না; শৈশবের কোমল হৃদয়, ভাবনা রূপ সূর্য্যের প্রখর কিরণে কখন পোড়ে নাই। এই প্রথম; এবার হৃদয় ভাঙ্গিয়া নূতন হইল। আবার—ভাবনা। ভাবনা স্রোত, ক্রমেই গাঢ়তর বহিল। সব সুখ ফুরাইল। 'আশা' বাড়িতে লাগিল, সেই একটী দুঃখ-সাগরের তরণি। কিন্তু সে তরণি ভগ্ন। যতবার তায় উঠেছি ততবার নিমগ্ন হয়েছে। তবে আছে, এই মাত্র সান্ত্বনা। প্রেমের বাহ্যিক মূর্ত্তি এত মধুর কেন? লোকের চিন্তানল চিরজীবনের জন্য কি দগ্ধ করিতে, তোমার মুর্ত্তি আপাতত এত মধুর? যেখানে প্রেমিকদ্বয়ের মিলন সম্ভাবনা, প্রেম সেখানেই ভাল, কিন্তু বিসদৃশ সংঘটনে; প্রেম দারুণ মনঃকষ্টের বিশদ সোপান। কেমন অননুভূত ভাবে প্রেম জন্মে! যৌবন কালকে সকলে সুখের কাল যে

কিসের জন্যে বলেছে তা বল্‌তে পারিনা। এক দণ্ড সুখ নাই, তিল মাত্র শান্তি নাই, বরং ভাবনা। এক দুঃখ অপনীত না হতে হতে আবার কোথা হতে নূতন দুঃখের ও ভাবনার উদয় হলো। মা আবার এসব কি বলেন; 'রাম রাজা হবেন্ না বনবাস' এর মর্ম্মোচ্ছেদ করে, যতদিন না ও কথাটী ভোলাব তত দিন আর শান্তি নাই। এ কথাটী প্রতি শিরে শিরে বিধেছে। আরও অনেক গুপ্ত কথা ক্রমে জান্‌বো। আমরা যে ধনী ও মহদ্বংশোদ্ভুত, তার আর এখন তিল মাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বর কখন কাকে রাজা করেন আবার তাকে পর্ণকুটীরেও স্থান দেন্ না! কিন্তু দৈব নির্ব্বন্ধ বোলে, চুপ্ করে থাকা কাপুরুষের লক্ষণ। মার নিকট হতে কৌশলে সব জান্‌তে হবে। যাই আজ রাত অধিক হয়েছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর উদ্যান।

নিউরাজ ও মাধব রাওর প্রবেশ।

নিউরাজ। আমি কুচক্রী? কিসে আমার কুচক্রে প্রকাশ পেলে?

মাধব। মনে করে দেখো দেখি, কি ভয়ানক কার্য্য করেছ, আবার কি ভয়ানক কার্য্যের গূঢ় মন্ত্রণা করে এক প্রশস্ত কুচক্ররূপ জালপেতে বসেছ?

নিউরাজ। কি হয়েচে ভেঙ্গে বল না? আমি তোমার হেঁদো, কপটতা পূর্ণ কথার মর্ম্মোদ্ভেদ কর্ত্তে পারি না। মন খলতায় পূর্ণ নয়!

মাধব। না তা কে বলে? খলতার লেশও হৃদয়ে স্পর্শ করে নাই। বিষ কুম্ভ পয়োমুখের তুমিই একটী প্রকৃত আদর্শ। তুমি কিনা করেছ?

নিউরাজ। দেখ তুমি নিতান্ত নীচ; তাই ওরূপ কথা বল্‌ছ? ধনে নীচতা আপনীত হয় না? 'অঙ্গারঃশত ধৌতেন মলিনত্বং নজায়তে'। তা তুমি হাজার কেন

সৎ সঙ্গে বেড়াও না, তোমার ক্ষুদ্রাশয়তা, খলতা, পরা-নিষ্টকারিতা, কিছুতেই যাইবার নয়।

মাধ। সাবধান্! আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ কোরো না। তুমি 'গোলামের' কি দুর্দ্দশা না কল্লে। এখন্ আবার একটী ভয়ানক কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছ। তুমি মনে করো, যে আমি যে মন্ত্রণা করি তা কেউ জান্তে পারে না; কিন্তু তুমি ডালে ডালে বেড়াও, আমি পাতায় পাতায় বেড়াই। লোকে হাঁ কর্‌লে, আমি সব বুঝ্‌তে পারি। তুমি কি একবার মনেও করনা, যে তোমার মৃত্যু-বাণ, আমার নিকটে রয়েছে। এখনি, তোমায় আমি যার পর নাই শাস্তি দেওয়াতে পারি।

নিউরাজ। কি সে? আমি অপরাধী হলে হৃদয়ে ভয় থাকৃতো। আমার স্বাধীন হৃদয়, স্বাধীন প্রবৃত্তি; আমার আবার ভয় কিসের? পুরুষের ভয়? পুরুষের, অপমানই এক-মাত্র ভয়। আর ভয় কি? মৃত্যুর ভয়, কাপুরুষেই করে থাকে। গোলামের দুর্দ্দশায়, তোমার সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছে, এতেই তোমার নীচাশয়তার প্রকাশ হয়েছে। যে নিষ্ঠুর, যে ক্রূর, যে পাষণ্ড, যে দস্যু, যে যবন, নির্ম্মল, শান্ত, মহৎ মোগল বংশে, এত ঘোর দৌরাত্ম্য করেছে, তার উপর দয়া! তার কি সমুচিত শাস্তি হয়েছে? যে লোকের, সেই দুরাত্মার শাস্তিতে সহানুভূতি হয়, সেও

ক্রূর, সেও পাষণ্ড, সেও দুরাত্মা—না হলে তার দুঃখে কেন দুঃখ হবে। অবশ্যই, তার হৃদয়ের সহিত, তোমার হৃদয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। গোলাম, মহৎ সাআলমের কিনা করেছে? সেই মহাত্মাকে, রাজ্যচ্যুত করেছে, তাঁর সমক্ষে, তাঁর পুত্র, পৌত্রদিগকে নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করেছে। সে প্রবল প্রতাপান্বিত আকবর, ও আওরঙ্গজিবের বংশের স্ত্রীলোকগণকে অপমান করেছে, আর কি বাকি রেখেছে? এর চেয়ে, আরও কি ভয়ানক উপদ্রব থাকতে পারে? শেষে কিনা এই ঘোর হৃদ্বিদারক দৌরাত্ম্যে তুষ্ট না হয়ে, আবার সেই মহাত্মাকে অন্ধ করেছে। সেই নিষ্ঠুর, সেই কৃতঘ্ন, সেই দুরাচার, সেই নর-পিশাচের উপর দয়া; নরকেও তার স্থান নাই, তার দুঃখে সহানুভূতি। তুমিও নিতান্ত পাষণ্ড; তোমার কি ও কথা বলতে, ঘৃণার উদ্রেক হলো না? লজ্জা কল্লেনা? কি আশ্চর্য্য! হৃদয় নিষ্ঠুরতায় কঠিন হলে, তার এই ভয়ানক পরিণামই হয়ে থাকে।

মাধ। তুমি ও কথা বলো না? তোমার ওকথা বলা কোন ক্রমে সাজেনা। তুমি নিজে, ঘোর ক্রূর, প্রতারক, প্রবঞ্চক, তোমার পরের দোষ, উল্লেখ করা সাজে না। সাহ আলমের দুঃখ দেখে কি, তুমি তার দুঃখ মোচনের জন্য চেষ্টিত ছিলে? না মহারাষ্ট্রীরা গোলাম

কাদের্‌কে পদচ্যুত করে, দিল্লী অধিকার কল্লে, তোমার বিশেষ লাভ হবে, এই আশায় চক্র করেছিলে? ঠিক বল দেখি? মহারাষ্ট্রীও, গোলাম কাদেরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হবে, সেই অবসরে তুমি কিছু আত্মসাৎ কর্‌বে, এই তোমার প্রকৃত বাসনা নয়?

নিউরাজ। কি দুষ্ট! আমি এ নীচ নই; ওসব বিষয় স্বপ্নেও আমি ভাবি নাই। আমি কি তোর ন্যায় প্রতারক? না ধনের আকাঙ্ক্ষা করি? যা বলেছ, বলেছ আর ও কথা মুখেও এনোনা।

মাধব। যখন দেখ্‌লি, যে মহারাষ্ট্রীরা তেমন আলগা নয়; আর বিশেষ লাভের প্রত্যাশাও নাই, তখন, আর এক কাজের সূত্রপাত করে বস্‌লি। তোর পেটে পেটে যে এত ছিল, তা কেউ জানেনা। সকলে বলে, নিউরাজ অতি সৎ, অতি সরল, কিন্তু পেটে যে মিছুরির ছুরি আছে, তা কেউ জানেনা। কেউ বোঝেও না। তুই এত কৃতঘ্ন? লোভে, লোকে না পারে, এমন কাজ নাই; তুই অপরিতৃপ্ত লোভে মগ্ন। মহারাষ্ট্রীরা তোকে এত বড় পদ, দিলে, তাতেও তুষ্ট নোস্‌; আবার কিনা তাদের সর্ব্বনাশে প্রস্তুত? একথা যদি তাঁরা ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পারেন, তোর কি দশা হয় বল্ দেখি?

নিউরাজ। আমি কৃতঘ্ন! ঈশ্বর জানেন! ওঃ! খলের অসাধ্য

কিছুই নাই, তারা সব পারে, সব পারে—ওঃ! কি ভয়ানক! মানুষও এত ভয়ানক আছে? সর্পের দংশনে জীবন নষ্ট হয়; কিন্তু কুচক্রীর চক্রে, বংশ লোপ হয়, তার বিষ, মানুষের শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হয়ে জর্জ্জরিত করে। কি ভয়ানক! পিশাচও এত ভয়ানক নয়।

মাধব। কি? আমি ক্রূর? তুমি শান্ত, তুমি সৎ? মনে করে দেখদেখি! আবার ইংরাজকে আহ্বান করে, মহারাষ্ট্রার সর্ব্বনাশের, কে সূত্রপাত করেছে?

নিউরাজ। আমি, কি অভিপ্রায়ে মহারাষ্ট্রার সাহায্য যাজ্ঞা করেছিলুম? যদি অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হলোনা, তবে আমি কি তার প্রতীকার কর্ব্বোনা? যে পীড়ার জন্য, বৈদ্যকে ডাকা, সেই পীড়া যদি সম্পূর্ণ রইল, বরং আর এক নূতন ব্যাধির উৎপত্তি হোল, তবে কি আর একজন ভাল বৈদ্যকে ডাকিব না? মনে করে ছিলাম মহারাষ্ট্রারা, মহাত্মা সাহআলমকে রাজ্য দিবে; কিন্তু তা কৈ হোল? তবে গোলামকে তাড়িয়ে, তার কি এই ফল হোল। দেখিতেছি, ও সকলের নিকট শুনিতেছি, ইংরাজেরা অতি মহৎ। এখন একবার মহত্তের শরণ লয়ে দেখি। আমার, নিজের—ইষ্ট লাভের বাসনা নয়; পরের ভাল হবে, এই আমার কল্পনা। পরের হিতার্থ সাধুগণ জীবন বিসর্জ্জন করেন, তা এতো সামান্য।

মাধব। দেখ! ও কল্পনা ত্যাগ করো? আমি ভাল কথা বল্‌ছি! নয়ত তোমার সমূহ বিপদ নিকটে।

নিউরাজ। আমি মারহাট্টাদের, কতবার বলিয়াছি, তোমরা ভাল কর নাই। সাহআলম্‌কে সিংহাসন দাও। নাহলে, এতে তোমাদের সুখ্যাতি নাই, ধর্ম্ম নাই। তাঁরা কিছুতেই ও বিষয়ে মন দেন্‌ না। আমি স্পষ্ট এক দিন বল্লুম্‌, তবে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করা যাক্‌। তাতে বলে 'সহস্র সহস্র ইংরাজেরও ক্ষমতা নাই যে মহারাট্টা সিংহাসনের সম্মুখীন হয়। আশা ছিল যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার কর্‌বো। তা তো কৌশলে ও বিনা শোণিত পাতে সম্পন্ন হোল, তা এখন কি সেই সিংহাসন প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পারি? আমরা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিনা; স্বার্থই আমাদের ধর্ম্ম।' এতে কি করি বল দেখি; কাজেই আমি ইংরাজদের শরণাগত হয়েছি।

মাধব। (স্বগত) সব জান্‌তে পাল্লুম, এ কৌশলে কার মাথা টেকে। কিছুই জানি না, ফাঁকি দিয়ে রাগিয়ে, শেষে সব খবরটা নিয়ে ফেল্লুম। আর যায় কোথা! ফাঁদে ফেলিছি। কে সরমাকে বিবাহ কর্ব্বে না? আজ সেই পথে নিজেই কাঁটা দিলে। কাল্‌ আর তোমায় পৃথিবীতে থাকতে হবে না। এখনই গিয়ে মহারাট্টাদের খবর দিই গে। কাল্‌ই সমুচিত দণ্ড পাবে। এখন আর ভাবনা কি?

ঈশ্বর এত দিনে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ কল্লেন। এখন নিষ্কণ্টকে সরমা লাভ হবে। রাগালে কাজ হবে না। এখন মিষ্টি কথা ধরি (প্রকাশ্যে) এতক্ষণ আমি তোমার মন জান্‌ছিলেম। আমি মহারাষ্ট্রাদের পক্ষ? ওরা দস্যু; ওদের পক্ষ কেন হবো? লুণ্ঠন বৃত্তিতে দেশ ছারখার কল্লে। ওদের ভাল কি আমরা দেখ্‌তে পারি? তবে যা বলেছি, কিছু মনে করো না; তামাসা করে বলেছি।

নিউরাজ। না তা আমি রাগ কর্‌বো কেন?

মাধব। (স্বগত) আর রাগ! শ্রাদ্ধের আয়োজন শীঘ্রই হচ্চে। বাবু! সরল হলে কি পৃথিবীতে চলে, কত বুদ্ধি চাই, কত চাতুরী চাই, কত কৌশল চাই, তবে পৃথিবীতে চলা যায়। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হলেই, শেষে বনবাস হবে। সরমার কথাটা লওয়া যাক্, দেখি কত দূর। (প্রকাশ্যে) নিউরাজ একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো?

নিউরাজ। কি ভাই?

মাধব। (সহাস্যে) না! এমন কিছু নয়! তবে কি শুন্‌ছিলাম; বলি সরমা নাকি তোমায় বড় ভালবাসে?

নিউরাজ। সরমা অতি সুশীলা, অমন মেয়ে আমি দেখিনে, তার গুণে বশীভূত না হয়, এমন লোক কে আছে?

মাধব। হ্যাঁ আমরাও শুনেছি।

নিউরাজ। আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমি সরমার

গুণে বদ্ধ আছি, জন্মেও সরমার ঋণ পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্বোনা।

মাধব। কি শুনছিলুম, তোমার সহিত নাকি সরমার বিবাহ হবে?

নিউরাজ। অসম্ভব! আমি দুঃখী, তিনি ধনী, আমার সহিত বিবাহের সম্ভাবনা কোথায়?

মাধব। ঢাক কেন? সকলেই জানে, এতে দোষ কি? তবে, কবে হচ্চে, খেতে টেতে পাই যেন। (স্বগত) বিবাহ, মহারাষ্ট্রাদের কারাগারেই সম্পন্ন হবে। কি উচ্চ আশা, মনপত কি খেপেছে? অমন স্বর্ণ-লতাকে কি না এই হাবা-তের হাতে দেবে? প্রাণ থাকুতে তা হবে না।

নিউরাজ। আমার ভাবি আবশ্যক আছে, এখন তবে আসি— কথাবার্ত্তা পরে হবে।

[নিউরাজের প্রস্থান।

মাধব। (স্বগত) এখন কি করি? প্রথমে মহারাষ্ট্রাদের কাছে যাই। বলিগে, যে এই এই হয়েছে। কিন্তু সহজে যদি না বিশ্বাস করে, তা হলেও কি হবে? হয় তো হিতে বিপরীত হবে। ভয় কি? মহারাষ্ট্রারা তো মূর্খ; তাদের আর এ বিশ্বাসটা জন্মাতে পার্‌বো না, তবে আর কি কৌশল শিখেছি? ও খানা কি পড়ে রয়েছে, দেখি?

একখানা কাগজ না? দেখি কিসের কাগজ। (উত্তোলন) এযে ২। ৩ খানা পত্র দেখ্‌ছি? তবে বুঝি কপাল ফিরেছে, এতে কি কোন ইষ্ট সিদ্ধি হবে না, নিদেন ওর নাম—সই পেলে হয়, তাতেই, সব কাজ ফরসা কর্ব্বো। (পত্রপাঠ)

প্রিয় নিউরাজ!

তুমি এতক্ষণ কেন আস নাই? তোমায় এক দণ্ড না দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। তোমার সহবাস আমি বড় ভালবাসি। বাবা আজ তোমাকে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে বলেছেন্ ইতি।

তোমার দাসী

শ্রীমতী সরমা।

হয়েছে! আর কি, আজই এ পত্র ধনপৎকে দিলে কাজ চূড়ান্ত হয়ে থাকবে। ওখানা দেখি।

মানাবর শ্রীনিউরাজ।

মহাশয়!

আমরা প্রস্তুত। দুষ্ট দমনের জন্যই ব্রিটীশ সিংহের ভারতে আগমন। মহারাট্টারা ভয়ানক দস্যু, ও দস্যুকে দূর না কর্‌লে ভারতের মঙ্গল নাই ইতি।

আপনকার দাস

লর্ড ওয়েলেস্‌লি।

[নেপথ্যে ভয়ানক তোপধ্বনি]

(সত্রাসে) একি! সহসা এত তোপধ্বনি কেন? এযে ব্রিটীস্ সিংহের তোপধ্বনি শুন্তে পাই! যা সর্ব্বনাশ হয়েছে! তাই আজ নিউরাজকে সজ্জিত দেখেছিলুম। (তুরিধ্বনি ও দামামা শব্দ) মহারাষ্ট্রারাও যে দেখ্‌চি সজ্জিত হয়েছে। তবে সংগ্রাম উপস্থিত হোল! (নেপথ্যে, হর-হর বোম জয় কেদারজিকো জয়) আর সন্দেহ নাই, যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, দেখি অন্তর হতে দেখি, পরিণামে কি হয়? আমার আশা কি সমূলে উম্মূলিত হবে? বিধাতা কি এমন কর্ব্বেন? জানিনা।

প্রস্থান।

(মাধবের প্রবেশ)

হেন ঘোরতর রণ, দেখি নাহি কভু;
আতঙ্কে,—হৃদয়, মন, শুকাইয়া যায়।
বজ্রনাদে নিন্দি তোপধ্বনি। হায় ইন্দ্র!
তোমার প্রতাপ সাজেনাকো আর, ভীম!
তব গদাঘাতে আর কিবা ফল, দেখ?
জনকত ইঙ্গরাজে মথিল, সকল,
মারাষ্ট্রা দল। শিবজি! তুমি ভাগ্যবান্;
তাই তুমি ত্যজিয়াছ তনু। তা না হলে

ত্রিভ্রিস্ সিংহের কাছে তুমি সারমেয়।
এখনো ধরায় ধর্ম্ম অবস্থান, রবি
শশী তারা এখনো ওঠে, এখনো আছে
দেবতা মাহাত্ম্য, এঘোর কুচক্র মম,
সহজে কি ফলকরী হয়? বিষধরে,
কোন্ কালে লোকে পূজে? খলতায় বল
লোকে কত দিন হয় সুখী? আশালতা
মম, আজ বুঝি হইল নির্ম্মূল! ধন্য
নিউরাজ তুমি! প্রতারণাজাত সুখ,
জলবিম্ব সম ক্ষণস্থায়ী। জনশ্রুতি
এই কলিকালে অধর্ম্মের জয়; ধর্ম্ম
যার হৃদয়ের ধন, তার সুখ, মরি
অনন্ত, অক্ষয়। পাপে পরাজয়, তার
সাক্ষি দুর্যোধন। সরলতা মাখা যার
হৃদয়েতে, প্রতারণা প্রবঞ্চনা কীট
করে নাই স্পর্শ যেই মনি; তাঁর প্রতি
মন্দ চেষ্টা করে যেই নরাধম, পাপী,
সেই ধরাতলে, চৌদিক্ নৈরাশ ময়।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, জ্বলিছে দিগুণ-
তর নিরাশার ভয়ানক হুতাশন।

জ্বালায়েছি অগ্নি আমি এই নিজ করে ;
পোড়াইব নিজ করে সেই আশাধন;
জীবন থাকিতে আমি নিউরাজ করে,
দিবনা, দিবনা কভু সরমা রতন।

(নেপথ্যে কোম্পানির জয়ধ্বনি সূচক ভেরীরব)

(নেপথ্যে) জয় ব্রিটীশ সিংহের জয় ! পালা পালা মাল্লেরে পালা পালা ! নিউরাজ এত বীর, বীরত্ব যেন দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় বিকীরিত হচ্ছে। পালা পালা গেলরে সব গেল !

মাধব। (সচকিতে)

হৃদয়ে নিবিল হায় ! আমার কল্পনা,
মম প্রতারণা জালে, ধরিব মনন
ব্রিটীশ কেশরী, নিতান্ত দুরাশা ইহা।
এ প্রতিজ্ঞা মম, যতদিন দেহে মম,
জীবন রহিবে, সরমা রতনে কভু
দিবনা দিবনা শোভিবারে নিউরাজ
গলে, বাসনা যখন হয়েছে বিফল ;
আশালতা যবে মম হয়েছে নির্ম্মুল,
জ্বলেছে চৌদিকে যবে নিরাশ আগুন,
আর কি ভাবনা ! পাপের কর্দ্দমে এবে
ডুবিয়াছি, আর নাহি ডরি পাপে আমি।

নরকেও ভয় নাই, তুচ্ছ করি তায়,
চৌদিকে জ্বলিছে নরকের কুণ্ড, আর
শান্তনা কোথায়? আর কিসে ভয় মম!
চলিলাম নিবাইতে নিউরাজ আশা।

প্রস্থান

পটক্ষেপন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দিল্লির রাজপ্রাসাদ,—নিভৃত কক্ষ।

সাহআলম্ একান্তে আসীন্।

আলম্। মোর নসিবে এত ছিল! মোগল বংশের, শেষে যে এ দুরবস্থা হবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। যাঁদের নামে গগন ভেদ হোত, মেদিনী কম্পিত হোত, অনন্ত কানন প্রতিধ্বনিত হোত, সেই মোগল বংশের এত দুর্দ্দশা! আমরা কুলাঙ্গার, মোগল কুলের কলঙ্ক। কোথায় বংশ উজ্জ্বল কর্‌বো, না কলঙ্কে পূর্ব্বতন যশ গৌরব আবরিত কচ্চি। যাকে একসময় পিপীলিকা জ্ঞান ছিল; সেই শেষে সিংহ হয়ে দাঁড়াল। যিনি ভারতের একমাত্র বাদ্‌সা, আজ তিনি ফকির, পরের এন্তাজার্। মনে কল্লুম, পাপ গোলামের হাত হতে নিষ্কৃতি পেলে অনেক আসান্ হবে। কাকের সর্ব্বস্বান্ত করেছে, নির্ব্বংশ করেছে, শেষে তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে আমায় অন্ধ করেছে। কি কষ্ট, কি পরিতাপ, হা আল্লা!!! আরও কত হয়। তা আসান্ হওয়া দূরে যাক্ এক কাকে-

রের হাত থেকে, আর এক কাফেরের হাতে পড়িছি। সূর্য্যতাপ সহ্য হয়, কিন্তু অগ্নির দাহ অসহ্য। গোলাম মুসলমান, কিন্তু নরাধম মহারাষ্ট্রেরা কাফের, ওদের দৌরাত্ম্য কখনই সহ্য হয়না। এ দুস্তর সাগর থেকে যে পার হবো, তা একবারও মনে হয় না। এ জীবন, এইরূপ অবমাননা ভোগ কত্তে কত্তেই দুঃখে যাপন কত্তে হবে; এ ঘৃণিত জীবনের শেষও শীঘ্র হবে না। যদি সুখে থাকিতাম, যদি সম্পদ থাকিত, যদি আজ পূর্ব্ব পুরুষ আকবর, আলমগীরের মত মহা-প্রতাপ-শালী হতাম, তা হলে প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবনের আশঙ্কা থাকিত। এখন আর সে ভয় নাই, " — "

আর দেখিছি অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, চারদিক্ থেকে নানা বিপদ এসে যোটে; মানুষে কল্পনায় যে দুর্দ্দশার ছবি ভাব্তে পারেনা, আমার তা হয়েছে; হৃদয় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কষ্টকে কষ্ট বলে বোধ হয় না, অপমানকে, অপমান জ্ঞান হয় না; সকলই সহ্য হয়েছে। মৃত্যু! তুমি আমায় আলিঙ্গন কর্বে কেন? মাতার নয়নের মণি, স্নেহের ধন, ভবিষ্যতের আশা, অন্ধের যষ্টি একমাত্র সন্তানকে হরণ কর্বে, আমায় তোমার রসনায় তৃপ্তি জন্মাবে কেন? সাধ্বী যুবতীর, একমাত্র গতি, পতির শোণিত পান কত্তে তোমার জিহ্বা লোলায়মান। গরল!

তুমি নয় এ অধমে শাস্তি দাও ? এস ! সাদরে, আলিঙ্গন করি।

(নীরবে অশ্রুমোচন ও ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে অবস্থিত।)

নিউরাজের প্রবেশ।

নিউরাজ। জাঁহাপনা আজোব, মেজাজ সরিফ !

আলম। আর শরীর ! শরীরের সুস্থতা এখন প্রার্থনীয় নয়। মঙ্গলের শেষ হয়েছে, এখন মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। এ দুনিয়ায় থাকুতে দিল এক দণ্ডও চায় না। কবর হলেই সমস্ত ঘোচে।

নিউরাজ। আপনকার ন্যায় এলেম সম্পন্ন ব্যক্তির এত অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়। ধৈর্য্য ধরে থাকুন, একদিন না একদিন ফল ফল্‌বেই।

আলম্। আর কতদিন চুপকরে থাক্‌বো ? আর কত সহ্য কর্‌বো ? আরও কি কিছু বাকি আছে ?

নিউরাজ। ইংরাজেরা অতি দয়ালু, অতি সত্যপ্রিয়, যা প্রতিজ্ঞা করে, তার অন্যথা নাই, সৃষ্টির নিয়মের ব্যতিক্রম যদিও সম্ভব হয়, তবু তাঁদের প্রতিজ্ঞা অবিচলিত। তাঁরা অতি বিচক্ষণ। সময় না বুঝে, একটী পাকা পাকি না করে কি হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে পারে ? দুই এক দিনের মধ্যেই যুদ্ধের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আপনার ভাবনা, দুঃখ, অনন্ত ক্লেশ, দেখ্‌বেন অল্পদিনের মধ্যেই তিরোহিত হবে ?

আলম্। নিউরাজ! এই বিপদসাগরে তুমিই একমাত্র আমার কাণ্ডারী। ধন নাই, যে তোমাকে তুষ্ট করবো, কিন্তু, দরিদ্রের হৃদয় ভরিয়া স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা আছে, গ্রহণ কর? সম্পদে বন্ধু পাওয়া যায়, আত্মীয় পাওয়া যায়, দাস দাসী পাওয়া যায়; কিন্তু, দুঃখের ঘোর অন্ধকারে সকলেই পালায়। দোস্তি পরীক্ষার এই এক প্রশস্থ সময়। তুমি ধার্ম্মিক, উপকারই তোমার ব্রত, তোমার কল্যাণে যে আমি মুক্ত হব তার আশা হয়!

নিউরাজ। আজ আমি আর একখানি পত্র লিখেছি, সন্ধ্যার মধ্যেই তাহার উত্তর পাইবার আশা করি। তাহলেই সব জান্‌তে পারবো।

আলম্। আমার অদৃষ্ট তেমন নয়, ভালয় মন্দ উপস্থিত হয়।

নিউরাজ। এসব স্ত্রীলোকের কথা।

আলম্। দুরাত্মা (কাদের) সমুচিত শাস্তি পেয়েছে, এখন ক্রূর, অকৃতজ্ঞ মহারাট্টারা উপযুক্ত দণ্ড পেলেই সন্তোষ।

নিউরাজ। পাপের দণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই।

আলম্। আজ কাল, পাপীরাই সুখে থাকে।

নিউরাজ। ইহা নিতান্ত ভ্রম।

মাধবের প্রবেশ।

আলম্। নিউরাজ! কে এল।

মাধব। জাঁহাপনা! আপনকার দাস, মাধব, আজব জাঁহাপনা।

আলম্। আজাব ; সে কি মাধব ? আমার দাস ? ওকথা বলোনা ! ভাল তো ?

মাধব। জাঁহাপনার মেহেরবানিতে।

আলম্। নিউরাজ দেখ ? মাধব আমাদের ভারি বুদ্ধিমান্। ছেলে-বেলা থেকে দেখিছি, মাধবের বুদ্ধিটী অতি সূক্ষ্ম। কাজ-কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে চল্‌চেতো ?

মাধব। আজ্ঞা হা জাঁহাপনা ;

আলম্। তোমার পিতা ভাল আছেন ?

মাধব। আজ্ঞা হা ! (স্বগত) ছোঁড়াটা এখানে আছে, কথাটা পাড়ি কেমন করে ? নিউরাজের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে হবে। মনের কথা নিয়ে শেষে একটা তুমুল বাধাতে হচ্চে। নির্ব্বিঘ্নে যে সরমার পাণিগ্রহণ করে, সুখে থাকবে, তা এ শর্ম্মা জীবিত থাকৃতে হবেনা। ওকি আবার সা-আলমের উপকারের জন্য ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেছে ? তা সেটা সত্য নাহতেও পারে। সেদিন কে বল্‌ছিল ও পাটনা থেকে ফিরে আস্‌ছিল, তা অন্য কাযের জন্যও যেতে পারে ? কথাটা নিতে পার্ব্বোনা ? একটু ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পাল্লেই কাজ ফরসা করবো। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা ! দুরন্ত গোলাম কাদির এত ঘ্নণিত, তা কে জানে ? পাপিষ্ঠ যে সমুচিত দণ্ড পেয়েছে, এই আনন্দের বিষয় ! আমরাও উৎপীড়িত, উৎকণ্ঠিত হচ্ছিলাম, আপ-

নার প্রসাদে গরিব প্রজাদের সে কষ্ট দূর হয়েছে।

আলম্! সে কথা আর তুলোনা? নিতান্ত ঘৃণার কথা।

নিউরাজ। তা আর একবার করে বল্‌তে,—

মাধব। এখন বোধ হয় অনেক সুখে আছেন, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন স্বয়ং কি সব বিষয় দেখ্‌তে হয়?

আলম্। না এখন আর বড় পেরে উঠিনা। (স্বগত) বালকের কাছে আসল কথা ভাঙ্গা হবেনা; কি বল্‌তে কি বল্‌বো, আর শেষে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে।

মাধব। তা এখন, রাজকার্য্য কিরূপে চলে?

আলম্। নিজেও কিছু কিছু দেখি, আর উজিরের উপর ভার আছে।

মাধব। মহারাট্টারা কিছু হস্তক্ষেপ করে?

আলম্। মাধব! তুমি বালক, ওসব জেনে তোমার কোন লাভ নাই।

মাধব। আজ্ঞা না তা নয়। তবে মহারাট্টারা আপনকার অনেক উপকার করেছে। তা নিস্বার্থ ভাবে কি সে উপকার করেছে?

আলম্। স্বার্থ শূন্য, পৃথিবীতে কয়জন? তুমি কি স্বার্থ ত্যাগ কর?

মাধব। আজ্ঞা তাই বল্‌ছিলাম। (স্বগত) হাজার হোক বাদ্‌সার বুদ্ধি, সহজে কি মনের ভিতর ঢোকা যায়? তবে নিউরাজের কাছ্‌ থেকে কথা নিতে হবে। (প্রকাশ্যে) নিউরাজ ভাল তো? এত দিন কোথায় গিছলে ভায়া?

নিউরাজ। এই পাটনায়, কোন কার্য্যের অনুরোধে যাওয়া হয়েছেল।

মাধব। (স্বগত) তবে পাটনায় সত্য সত্যই গিয়াছিল, এর কাছে কথা নিতে বড় দেরি হবে না, এ মিথ্যা কথা কয় না, পাকে প্রকারে এমন জিজ্ঞাসা কর্‌বো যে সব বেরিয়ে পড়্‌বে। এখন থাক্।

নিউরাজ। তুমি ভালতো, অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হোল। বাল্যকালের ভাব। ছেলেবেলার কথা মনে হলে, এখন হাসি পায়।

আলম্। নিউরাজ আমাদের এর মধ্যেই প্রবীণ হয়ে দাঁড়িয়েচে।

নিউরাজ। আমার অনেক আবশ্যক, তবে জাঁহাপনা! আদেশ হলে উঠ্‌তে পারি।

আলম্। আচ্ছা।

নিউরাজ। মাধব! তবে এখন আসি, সময়ান্তরে দেখা হবে।

মাধব। এস।

নিউরাজ। জাঁহাপনা সেলাম্।

(প্রস্থান।)

মাধব। (স্বগত) এঁর মনটাও চটিয়ে দিতে হবে। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা যদি এ গোলামের একটী কথা শোনেন্ তো বলি। অনুমতি না পেলে, বল্‌তে সাহস হয় না।

আলম্। এমন কি কথা মাধব।

মাধব। আজ্ঞা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু এর পর কল টের পাবেন। যে লোক প্রবেশ করেচে ও বড় সহজ নয়। আর বেশি কিছু বল্‌তে চাই না।

আলম্। এ কি কথা, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লুম না, বলি কার কথা বল্‌ছ।

মাধব। বলি নিউরাজ বড় সহজ নয়। আপনার ওই সর্ব্ব-নাশ কর্‌বে।

আলম। মাধব! যা বলেছ বলেছ, আর ও কথা মুখেও এনোনা।

মাধব। (স্বগত) ও বাবা এযে সহজে বাগ মানে এমন বোধ হয় না, আর এঁর কাছে নিউরাজের বেশি কিছু অপ-কারও হতে পাবে না। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞা এবিষয় ক্রমে জান্‌লে আমার কথা অনুগ্রহ করে স্মরণ কর-বেন।

আলম্। চন্দ্রেও কলঙ্ক সম্ভবে। কিন্তু নিউরাজ নিস্কলঙ্ক পূর্ণশশী।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। জাহাঁপনা! পেশোয়ার মন্ত্রী অপেক্ষা কর্‌ছেন অনুমতি হলে সাক্ষাৎ করেন।

আলম্। শীঘ্র মন্ত্রভবনে নিয়ে যাও। আমি যাচ্চি।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

মাধব তুমি এই দ্বার দে গমন কর।

মাধব। (প্রস্থান করিতে করিতে স্বগত) এখানে কোন ফল হবে না, এবুদ্ধি এখানে খাট্‌লো না, নূতন বুদ্ধি খাটাতে হবে।

(উভয়ে পৃথক দ্বার দিয়া প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ধনপৎসিংহের অন্তঃপুরে প্রমোদকানন।

লতাকুঞ্জতলে সরমা আসীনা।

সরমা। (স্বগত)

কেন আমি তায় ভাল বাসিলাম এত ?
প্রণয় অঙ্কুর এত ভয়ানক ; আগে
জানিতাম যদি, তা হলে কি কভু জনমিতে
তায় দিতাম হৃদয়ে ! প্রণয়ের বিষে
—সেই সুখী—জ্বলে নাই মরি যার হিয়া।
সরোবর সম স্থির মানস আমার।
ভাবনা বাত্যায়, করে নাই আকুলিত
তায় কভু ; আজ একি হেরি নবতর।
নিরমল, সুবিমল, মানস সরসে
নূতন বৃক্ষের ছায়া ; এই বৃক্ষ তরে
বুঝি বিকম্পিত স্থির হৃদি সরোবর ?

মনে করেছিনু, পাদপের সুশীতল
মনোরম ছায়ে শীতল হইবে মন।
জুড়াইব এজনমে ; ভুনজিব আমি
চিরকাল, স্বরগের সুখ এ ধরায়।
হায় বিধি—কপালের গুণে—সাধিলে কি
বাদ সেই সাধে ? নিরবাত সরোবরে
বাত্যার সৃজন, মনোরম-সুবাসিত—
গোলাব কুসুমে, পূত মল্লিকা কোরকে
কীট-সমাবেশ ? আমার নয়নে নব।
সরল ছিলাম, সন্তোষের সমীরণ,
বিরাজিত হৃদে সদা, প্রেম উপজিয়া
নূতন করিয়া গড়িল হৃদয় এবে।
নিউরাজ! কোন গুণে পক্ষপাতী বল
আমি তব ? অশেষ গুণের সমাবেশ
না থাকিলে, সাধে কি রে সরমার চিত-
নদী নিউরাজ হৃদে সুধু প্রবাহিত হয় ?
ভাল বাসি আমি হেরিবারে সেই মুখ ;—
বিদ্যুৎ জিনিয়া সেই তব মৃদু হাসি,—
কাম-ফুল-ধনু সম ভ্রূযুগল সহ
সেই বঙ্কিম নয়নে বঙ্কিম কটাক্ষ তব।

কেন বল অবিরল ভাল বাসি আমি,
শুনিবারে সেই সুধা-মাখা তব বাণি ?
কেন ভাল বাসি আমি ভুঞ্জিবারে সদা
সুখেতে সময় তব সনে ? তব কান্তি
সুবিমল—তেজোহীন, প্রাতঃ-রবি সম ;
কেন বা চঞ্চল কেন মন উচাটন ?
প্রেমের মূরতি এই,—প্রণয় অঙ্কুর ?
স্নিগ্ধ হয় মন প্রেম রসে, না থাকিলে
বিরহের তাপ। যদি প্রেম না জন্মিত,
প্রাকৃতিক সরলতা সিক্ত যে হৃদয়।
তাহে কেন 'সরমের' সহসা উদয় ॥

মতিমালা। সখি ! সেই সরলতা বালিকা সুলভ।
অকপট বাল্যলীলা, এখন দুর্লভ ॥

সরমা। অকপট সরলতা-সম মহামণি
তারে কি ছাড়িবে মম চিত ভুজঙ্গিনী ?

মতি। শরতের কৌমুদি-রঞ্জিত ; পূর্ণিমার
সুধাকর ; অস্ত যান করে এ বাসনা
কিন্তু সখি ! উদিলে প্রখর রবি,
হয় সঙ্কিরণ, মুগ্ধকর শশাঙ্কের কর।
প্রাকৃতিক সরলতা হোল অপসৃত,

বাল্য কাল তিরোহিত যৌবন সঞ্চার ;
শোভিত কৌমারে ছিল তোমার হৃদয়।
প্রেমের প্রকাশে হোল 'সরম' উদয় ॥

সরমা। কুসুম কোরক মুদিয়া রয়,
ফুটিলে কুসুম শোভিত হয়।
মৃদু সমীরণে কতই দোলে,
ঢলিয়া পড়ে কত কুতুহলে।
সরম তখন কোথায় সই ?

যতি। মনোরম যবে কুসুম শোভে,
যুটে যে ভ্রমর মধুর লোভে।
সরম টুটিয়া অন্তর খুলিয়া,
মধু দেয়, সে কি সোহাগে ভাসিয়া ?
সমীরণ লাজ উপজি অমনি
কুসুমের হার সরায় তখনি !
সরলতা কই তাহে তো নাই।

সরমা। কুসুম কলিকা জিনিয়া বালিকা
ছিলাম যখন সই !
ভাবনা কোরক পশে নাই হৃদে,
সুখেতে ছিলাম তাই।
প্রণয় অঙ্কুর কেমন করিয়া—

জম্মিল হৃদয় তলে,
কেমনে জানিব—ভুগি নাই কভু—
হইল কেমন ছলে।
সুকুমার কালে, ভাবনা ভুলিয়া,
করিতাম কত কেলি,
গাঁথিতাম মালা, লয়ে ফুল দল,
উড়াতাম কত অলি।
প্রেমের স্বপন, দেখি নাই কভু,
ভাল বাসিতাম সবে ;
মনে করিতাম, এসুখের কাল,
চিরকাল সম রবে।
মনের হরিষে, বন ফুল তুলি,
গাঁথি চারু মালা ;
সরল হৃদয়ে, নিউরাজ গলে,
দিত এই বালা।
যতন করিয়া—কুসুম রতন—
আহরিয়া নিউরাজ ;
গাঁথি চারু মালা, কোমল বপুতে
সাজাইত কত সাজ।
মরাল গমনে, মরালের সম,

যাইতাম সখি যবে—
সরোবর জলে, কমল তুলিতে ;
আর কি সে দিন হবে ?
বাসনা এখন, অন্তরে অন্তরে
নিউরাজে সদা রাখি।
কিন্তু, লাজভয়ে বলি বলি কথা,
ফুটিতে না পারি ; একি বল সখি ?

মতিমালা। আর কি বলিবে, বুঝেচি লো সখি!
প্রণয় ইহার নাম।
বিচ্ছেদ নহিলে, অতি সুখময়
হইবে গো পরিণাম।

সরমা। সখি! আমি কিছুই জানি না, হৃদয়ের কথা তোমায় অকপটে বল্লুম। মনের গতি কিছু সখি! কারো হাতধরা নয়। কখন্ মনে কি জন্মায়, আর কি করে জন্মায়, তা কেউ জান্‌তে পারে না? সখি যাই হোক্, প্রকাশ করো না। আমার মাথা খাও, নিউরাজ যেন জান্‌তে না পারেন।

মতিমালা। সেকি সখি!
পরাণ থাকিতে, গোপনীয় কথা,
বলিব কাহারে বল ?

সরমা। কি জানিগো সখি! রহস্য উদ্দেশে,

যদি তুমি দোষে হল ?

মতিমালা। তাও কি হয় ; গুরুতর কাযে কি রহস্য চলে ?

(নিউরাজের প্রবেশ।)

নিউরাজ। কিগো! দুজনে কি এত কথা কচ্চো ?

মতিমালা। বলি, তুমি 'সরমা' ভুলে কি করে, এতক্ষণ থাকৃতে পার ; তারিরি কথা হচ্ছিলো।

সরমা। ও কি সখি! (জনান্তিকে) এই জন্যে, তোমায় আমি কিছু বল্‌তে চাই না।

মতিমালা। না—না—তা নয়! তবে কিনা মনে কচ্ছিলাম ; নিউরাজ কখন্‌ আস্‌বেন, আর আমরা অন্য বিষয়েরও কথা কচ্ছিলাম।

নিউরাজ। আজ্‌ কাল অনেক কাযের ভিড় পড়ে গিয়েছে, তার জন্য অবকাশ পাই না। যা অবকাশ পাই, যার কাছে না থাকুলে তিনি বড়ই ব্যাকুলা হন।

মতিমালা। এর মধ্যেই এই, না জানি এর পর আরও কতো হবে। তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে ভালবাসি তাইতেই এই ?

সরমা। জাননা সখি! পুরুষদের মন কি আমাদের মতন, আমরা যাকে ভালবাসি, অন্তরের সহিত ভালবাসি ; আপনার মতন দেখি। পুরুষের তা নয়, ওদের মন, কোমল নয়— পাষাণ—স্নেহের লেশও নেই।

মতিমালা। চখে দেখা হলেই ভালবাসা জন্মায়—না সখি?

সরমা। (স্বগত) কিন্তু তা বলে নিউরাজ নয়।

নিউরাজ। পুরুষের মন পাষাণই বটে। যার মূর্ত্তি একবার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তা আর যাবার নয়। (স্বগত) সরমার দিন দিন নূতন ভাব দেখ্ছি কেন? সে সরলতার পরিবর্ত্তে স্বাভাবিক যৌবন সুলভ লজ্জার উদ্রেক হয়েছে। মুখে নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়েছে। তবে কি সন্দেহ মিথ্যা নয়? সরমা তবে কি আমারই অনুরাগিনী। তা না হলে এমন পত্রই বা লিখ্বে কেন? কামিনী গণ স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, মরে গেলেও হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করে না। যাই হোক, আমার প্রতি অনুরাগে বরঞ্চ বিষময় ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা। এই জন্যই কি কর্ত্তা আমাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন? সন্দেহ এখন একবারেই দূর হোল।

মতিমালা। (স্বগত) আজ্ কলে কৌশলে সখির মনোরথ পূর্ণ কর্ত্তে হবে, আজ নিউরাজের সহিত সখীর মাল্য বদল করে গান্ধর্ব্ববিধানে এক রকম বিবাহ দিয়ে রাখ্তে হবে। (প্রকাশ্যে) সখি! দেখি মালাছড়াটী কেমন গাঁথা হোল?

সরমা। মালা আবার কোথায় দেখ্লে?

(অপ্রকাশের ইঙ্গিত।)

মতিমালা। এতে আবার লজ্জা কি? মালা গাঁথ্লে,—দেখাবে—তার আর লজ্জা কিলো! তোমার সকলি অনাসিষ্টি বা হোক্?

সরমা। মরি! কত ধ্যানই জান?

মতিমালা। এর আবার ধ্যান কি ভাই? আমি তো আর মালা ছড়াটী কেড়ে নিয়ে নিউরাজের গলায় দিয়ে, বিয়ে করে নিচ্চিনে—তা এতে আর ভয় কি?

সরমা। মর!

মতিমালা। বালাই ঘটকালি কর্‌বে কে?

নিউরাজ। মতিমালা আমাদের পাগ্‌লি, মুখে আর বড় কিছু আট্‌কায় না। কি যে বলে পাগ্‌লি? যাঃ পাগলি পালা?

মতিমালা। (সহাস্যে) পালালেই সুবিধা বটে, কিন্তু ঘটকালি না সেরে যাচ্চি না?

সরমা। (কপট রোষে) তবে আমি এখান থেকে চল্লাম। (গমনোদ্যতা।)

মতিমালা। দেখ দেখি নিউরাজ! আমার মালাছড়াটী দিলেই তো চুকে যায়।

সরমা। (সরোষে) এই নাও মরো।

(মালা কাড়াকাড়ি করিতে করিতে সহসা সরমার হস্ত হইতে মালা নিউরাজের গলে পতন।)

(মতিমালার হুলুধ্বনি প্রদান)

(সরমা ও নিউরাজের সলজ্জায় অবস্থিত)

মতিমালা। আর কি! এতক্ষণে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হোল।

এখন চল্লুম, আমার কায সেরে আবার শিগ্গির আসছি।

প্রস্থান।

নিউরাজ। আমাকে কর্ম্মান্তরে আর এক জায়গায় যেতে হচ্চে।

সরমা। এই ভয়ানক যুদ্ধটী কল্লে আবার কোথায় যাবে?

নিউরাজ। এও বোধ হয় যুদ্ধ!

সরমা। না তা হচ্চে না, মা একলা থাকুবেন, আর তুমি যাবে? তা কোন ক্রমেই হবে না।

নিউরাজ। কি করি বল? অনুরোধ কোন ক্রমেই ছাড়াতে পাচ্চি না।

সরমা। অনুরোধ বড়, না তোমার মা বড়? তিনি তোমায় দেখে প্রাণ ধারণ করে রয়েছেন, তোমায় না দেখ্‌লে কি এক দণ্ড বাঁচবেন?

নিউরাজ। কি কর্‌বো—মাকে যেমন করে পারি, বুঝিয়ে সুঝিয়ে যেতে হচ্চে।

সরমা। অন্য আবশ্যক থাকুলেও, নয় যেমন করে হোক্ অনুমতি দিতেন, কিন্তু যখন যুদ্ধে যাচ্চো, তখন তিনি কোন্ প্রাণে তোমায় যেতে দিবেন?

নিউরাজ। এতে কি তোমারও অমত সরমে?

সরমা। যুদ্ধে যাওয়া হতে পারে না।

নিউরাজ। তুমি বুদ্ধিমতী, এ স্বাধীন বৃত্তিতে প্রতিবন্ধক হওয়া তোমার উচিত নয়। সংগ্রামই ক্ষত্রিয়দের প্রধান বৃত্তি।

ইতিহাস তো পড়েছ। ক্ষত্রিয়মহিলারা যুদ্ধের সময় কিরূপ আচরণ কর্ত্তেন্ তাও তো জান ?

সরমা। আপনি একান্ত শুনবেন না ? তবে আর উদ্যম ভঙ্গ করা উচিত নয়। এখন সফল হয়ে আসুন, মঙ্গলা সুমঙ্গল করুন।

নিউরাজ। সরমে! প্রাণের আশঙ্কা করোনা। কিন্তু মনে রেখো—ভুলোনা। ঈশ্বর না করুন, যদি না ফিরি তাহলে কি ভুল্‌বে সরমে ?

সরমা। (স্বগত) প্রাণ থাকুতে নয় (মৌন ভাবে অবস্থিতি) (প্রকাশ্যে) কিসে সম্ভব ?

নিউরাজ। মানব স্বভাবে কিছুই বিচিত্র নয়। আজ্ যাকে প্রাণের সহিত ভালবাস, মনে কর এক তিল না দেখ্‌লে কেমন করে থাকুবো। কাল অদর্শন হলে কষ্ট হবে—দারুণ কষ্ট হবে ; কিন্তু বাস্তবিক পরস্ব আর তত নহে, ক্রমেই কমিতে লাগিল মানুষে সকলই সহ্য কর্‌তে পারে, শেষে সেই বিচ্ছেদের কষ্ট আর কিছুই নাই। আজ্ তুমি মনে কর্‌ছো আমায় না দেখলে থাকুতে পারবে না, তুমি আমার প্রাণাধিক ভালবাস, যদি বহুদিন গত হয়, যদি অনেক দিনের পর আসি, আর কি তোমার মনের সে ভাব থাকুবে ? এখন তোমার যে মন সহস্র কথা কইলেও তৃপ্ত নয়, শেষে সেই মন ভাল "আছ তো" একথাটী জিজ্ঞাসা কত্তেও কষ্ট

বোধ করবে। তা সরমে সকলই সহ্য হয়। কষ্টও ক্রমে সহ্য হবে। কিন্তু সরমে ভুলোনা,—আমার মনে হচ্চে—কেন জানিনা—শীঘ্রই যেন কোন আকস্মিক বিপদে পতিত হলো। যাই হোক্ যদি আর দেখা না হয়, মনে করো, এক একবার এ দীনের নাম করো।

সরমা। (মৃদুভাবে অশ্রুমোচন) একি কথা!

নিউরাজ। তুমি সরলা,—তুমি সত্তার আদর্শ,—তুমি দয়ার নদী, তোমার কাছে আমি চিরকালের জন্য বদ্ধ। আমি তোমায় প্রাণাধিক ভালবাসি। (অশ্রুমোচন)

সরমা। (মৃদুস্বরে) এ—জী—বনে আর—কাকেও ভালবাসি নাই—তোমায় ছাড়া ভালবাস্‌বোও না। আজ স্পষ্ট বল্‌ছি, আমি তোমায় বড় ভাল—

নিউরাজ। আমার ভালবাসা কেবল কষ্টের জন্য, আমার আশা, নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু আমার প্রেম পবিত্র——— বিবাহকালে—সরমা একবার স্মরণ করো। যদি সে সময় দেখা না হয়, এ দীন এই জৌতুক দিচ্চে অনুগ্রহ করে গ্রহণ করো। (হীরক অঙ্গুরীয় প্রদান)

সরমা। (সরোদনে) এক বৃন্তে দুটী কমল ফোটে না। তুমিই আমার—

সবেগে প্রস্থান।

নিউরাজ। সরলার প্রেম অঙ্কুরিত হয়েছে। কুসুমে যেন কীট

প্রবেশ করে না। আজ মন বড়ই খারাব হয়েছে। প্রাণ কেমন কেমন করে উঠছে নবীন প্রেমে নবীন বিরহের উপদ্রব। আমার ভালবাসা অচল—অটল, চিরস্থায়ী। আমার পবিত্র নির্ম্মল—বিশুদ্ধ প্রেম। পবিত্র প্রেম-রসাপ্লাবিত দম্পতির পর্ণকুটীরও—সুখের আবাস। প্রেম প্রাসাদে আছে, কুটীরে আছে, প্রেমে ভাসিলে ঘোরতর রণ ও সুখের। প্রেমই স্বর্গ,—পবিত্র প্রেম অতি মধুর, ইহার বিচ্ছেদ ও নিতান্ত সন্তাপ। সরযূ! তোমার প্রেম এত গভীর,—এত পবিত্র—এত নির্ম্মল—এত স্বার্থহীন! তুমিই ধন্য!—কিন্তু আমি তোমার প্রেমের উপযুক্ত পাত্র নই। ও হার এপালদেশের উপযুক্ত নয়।

(প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী সন্নিহিত কানন।

পর্ব্বত গুহা।

শিবদাস রাও। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি স্বভাবতই অন্ধকার, তায় আবার যে মেঘ করেছে—তাতেই আরও ঘোর অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোলের মানুষটীও দেখা ভার। কি ভয়ঙ্কর সময়! মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ হচ্চে। স্বভাবের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দ্বিগুণতর ভয়ঙ্কর হচ্চে। আবার থেকে থেকে বজ্রধ্বনি হচ্চে ও মেঘ ডাকুছে। পাপীর মনে মৃত্যুর আশঙ্কা অধিক। প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে কত কি ভয়ের চিত্র উঠ্‌ছে;—পাপে মন কঠিন হয়েছে, হৃদয়, মুখে ঈশ্বরের নাম কর্‌তে সাহস করে না। কি বলে তাঁরে ডাকুবো, এ ঘোর নারকীর করুণ রোদন কি তাঁর কাছে পৌঁছিবে? তিনি ঘৃণা কর্‌বেন এ পঙ্কিল হৃদয়ে তাঁর সৌম্য-মুর্ত্তির জ্যোতি কখনই পড়্‌বে না। আমি কি দুষ্কর্ম্ম না করেছি? সতী সাধ্বী পতিব্রতার ধর্ম্ম নষ্ট করেছি (বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি) ওঃ গেলাম! বাবা! কি ভয়ানক! আর! পাপের নাম আর মুখেও আন্‌বো না। কত লোকুকে সর্ব্বস্বান্ত করেছি। কত কুলবধুকে বিধবা করেছি। কত মাতার

কোড় শূন্য করেছি। একটা আধটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে—মোচন আছে, কিন্তু এ ঘোর পাপের আবার প্রায়শ্চিত্ত কি? ঘোর নরকই একমাত্র আশ্রয়! কত রাজ্য ধ্বংস করেছি (বিদ্যুৎ) ওঃ ওঃ ওঃ ভূমে পতন। বাবা! এবার গেলুম, আরও! নরক কি এর চেয়েও ভয়ঙ্কর!! আজ আবার কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্মের সূত্রপাত করতে উপস্থিত। জানি না। পাপ মাধবও ঘোর নারকি, তোর সম্পদ্ আছে, মান আছে, তোর এ সব ঘোর কুচক্র কেন? বিনা লোভে তোর পরের গুরুতর অনিষ্টের বাসনা কেন? ক্রূরতা তোর স্বভাব,—তুইও অতি জঘন্য। আমার ত পাপের ইয়ত্তা নাই, তোর কাছে থেকে আমার পাপমতি আরও বাড়্ছে। যার খাই তারই সর্ব্বনাশ করি। পেশোয়ার কন্যার কি দুর্দ্দশা না করেছি? শেষে পাছে সে প্রকাশ করে বোলে, হত্যা অবধি করেছি। আমি কৃতঘ্ন—যে বিশ্বাস করে, কোন গূঢ় কথা বলেছে আমি তারই অনিষ্টের জন্যে সেই কথা প্রকাশ করেছি। (বিদ্যুৎ ও ভয়ানক শিলা পাত শিবদাস ত্রাসে) গেলুম গেলুম ওঃ ওঃ ওঃ বাবাঃ—রে রে রে—(পতন ও মূর্চ্ছিতের ন্যায় অবস্থিতি।)

(অশ্বারোহণে মাধবরাওর প্রবেশ।)

মাধব। কোথায় গেল হ্যাঁ—বলেছিল পর্ব্বত গুহায় থাকবো। গুপ্ত মন্ত্রণা তো মহারাটারা এই পর্ব্বতের গুহায় করে।

তা কোন্ গুহায় ? যে অন্ধকার, পাঁথ্গির চিনে যার করাও কঠিন। তাই তো গা, কাজ হবে না—তা হলেই তো গেছি! সে কি এই ভয়ানক দুর্য্যোগে বেরিয়েছে? সে না হলে তো এর পরামর্শ হবে না! এমন মন্ত্রণা কার মাথা থেকে বেরোবে? যদি সে না এসে থাকে, তা হলেই তো ফিরে যেতে হবে! শুধু ফেরা নয়! আমার সর্ব্বনাশ হবে—ওঃ! সকল আশা বিফল—জীবন মিথ্যা হবে! (সহসা) ঐ না একটা আলো দেখা যাচ্ছে, ঐ যে কি একটা মিট্ মিট্ করে জ্বলছে, ঐ যে মানুষের কাতর শব্দ শুনতে পেলেম। ঐ যে পড়ে যাবার মতন শব্দও হলো; যাওয়া যাকু। ওদিকে গেলে টের পাওয়া যাবে।

(মাধবের গুহা সন্নিধানে গমন।)

মাধব। কৈ! গুহার ভেতর কাকেও তো দেখ্তে পেলেম্ না। প্রদীপ জ্বলছে; লোকের কথাও শোনা যাচ্ছেল,—কিন্তু কৈ লোক তো নাই? আমার কি ভ্রম হয়েছে—আমি কি স্বপ্ন দেখ্ছি—না—তাই বা কি করে—ঐ বিদ্যুৎ হচ্চে—মেঘ ডাকুছে—এ সকল স্পষ্টই অনুভব কচ্চি, তবে স্বপ্ন কিসে? ও কি! মানুষের গলার আওয়াজ না? কে যেন গোঁগিয়ে গোঁগিয়ে কি বল্ছে। তাই তো সকলই অদ্ভুত—রহস্যপূর্ণ—এর মর্ম্ম কি? ঐ যে কথাটা স্পষ্ট শোনা যাচ্চে। আবার থাম্লো। তাই তো একি প্রেত,

না পিশাচ? এই ঘোর অন্ধকারে ভুতযোনিরই সম্ভব। অদৃষ্টে কি আছে বল্‌তে পারি না, তবে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি তার লোভ এত অধিক, যে অন্য ভয় হৃদয়ে শীঘ্র উপস্থিত হতে পারে না। যাইহোক এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। আচ্ছা শিবদাসের কথায় বা বিশ্বাস কি? সে কৃতঘ্ন—বিশ্বাস ঘাতক—প্রতারক—দস্যু, তার কথায় আবার বিশ্বাস? তার আবার ধর্ম্মের ভয় কিসে? সে প্রতারণা করে, তো আমাকে দস্যু হাতে ফেলাতে পারে? তাও তো অসম্ভব নয়। শেষে কি দস্যুর হাতে জীবন হারাবো? কাপুরুষের ন্যায় মরিব। হৃদয়ের আশা হৃদয়েই বিলীন হবে? নিউরাজের মনোবাঞ্ছা তবে কি অনায়াসেই সফল হোল? হায়! হায়! কিছুই করতে পাল্লেম্ না, মনের আশা মনেই রহিল? (সচকিতে) আমিই বা এ অসম্ভাবী বিপদের আশঙ্কা কর্‌ছি কেন? কাপুরুষেই ভবিষ্যত বিপদ কল্পনা করে—তারাই বিপদের নূতন নূতন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি কল্পনা করে। আমার ওরূপ করা উচিৎ নয়। এখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি তা সম্পূর্ণ করা আগে আবশ্যক। ঐযে গাঁ্যাগাঁনি শব্দ এবার স্পষ্ট হয়েছে! শুনি কি বল্‌ছে ভাল করে শুনি?

শিবদাস। (মুর্চ্ছিতাবস্থায়) পাপের ওর নাই! ! ! ও বাবা—

এযে —ভয়ানক পুতিগন্ধময় অগ্নিকুণ্ড!!! ফেলোনা — ফেলোনা? ওঃ আর পাপ করবোনা? বা-বা! ওঃ—কি ভয়ানক—প্রাণ যায়—মরি—গেলুম—বাবা—ওঃ—অসহ্য যন্ত্রণা—উপযুক্ত শাস্তি—মাধব মাধব—আমি না, বাঁচাও বাঁচাও আর না—! এত ভয়ঙ্কর! ধর—ধর, গেলুম—গেলুম, আর না।

মাধব। (স্বগত) তাইতো! এ ব্যক্তি কে? এর ঈদৃশ দশাই বা কেন? কথায় বোধ হচ্চে ঘোর অনুতাপ কর্‌ছে। কেউ যেন পাপের শাস্তি দিচ্চে, তাই যন্ত্রণার ভয়ে আত্মনাদ কর্‌ছে। গলাটা যেন চেন চেন বোধ হয়; যেন এ ব্যক্তি পরিচিত বলে বোধ হচ্চে। যাওয়া যাক, লোকটা কে তার সন্ধান লওয়া আবশ্যক। (সন্নিকটে যাইয়া বিদ্যুদালোকে শিবদাসকে দর্শন করিয়া) মানুষ যে! ব্যাপার কি! ইহার ভিতর কোন জটিল রহস্য থাকবে; (প্রস্তরাঘাতে আলোক বহির্গত করিয়া) ওঃ শিবদাস! এমন অবস্থায় কেন? কোন দস্যু কি এরূপ দশা করে গিয়েছে। হায় হায়! মুর্চ্ছিত হয়েছে। (গুহাভ্যন্তর হইতে জল আনয়ন করিয়া মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, ও বস্ত্র দিয়া ব্যজন করিতে করিতে) আমারই জন্য আজ তুমি এমন বিপদে পড়েছ, আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ! নাহলে তোমার এমন দশা কেনই বা হবে। ঐ যে চক্ষু চাচ্চেন।

শিবদাস। ওঃ! কেও বাঁচালে! দারুণ নরক থেকে উদ্ধার কর্লে! প্রাণ গিয়াছিল আর কি? বাবা! যে গরম উঃ! কি ভয়ানক স্থান, আঃ বাঁচলুম।

মাধব। (প্রকাশ্যে) শিবদাস ব্যাপার কি? অমন কচ্ছিলে কেন? কোন দুরন্ত দস্যু কি তোমায় কষ্ট দিয়েছে? বল সে কোন্ দিকে গেল—এখনি তার সমুচিত শাস্তি দিব। ওঠ! আর ধুলোয় শুয়ে থেকো না। ভারি কি আঘাত করেছে?

শিবদাস। না! না! তা নয়—কেও মাধব! বাবা গিয়েছিলুম—আর পাপ কার্য্যে থাকবো না—আজ জীবিতাবস্থাতেই নরক ভোগ করেছি। হঠাৎ ভয়ঙ্কর বজ্রনাদে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম, আর বোধ হোল, যেন কে আমার পা, উপর দিকে করে, ভয়ানক নরককুণ্ডে ফেলে দিতে যাচ্চে। ওঃ বাবা! (কম্পন) আর না! জল দাও, মাধব জল দাও!

মাধব। (স্বগত) লোকটা স্বভাবতঃই ভীরু,—বজ্রনাদে, ভয়ে এরূপ হয়েছে, একে অপ্রকৃতিস্থ না কর্লে তো কাজ হবেনা (জল দান) এই খাও।

শিবদাস। (জল পান করিয়া) বাবা এখনো যেন সুমুখে দেখ্তে পাচ্চি? ও বাবা! (কম্পন) পাপের দিকেও আর যাব না। আর না নরক এত ভয়ানক—ও বাবা! (কম্পন) জল দাও; আর একটু জল দাও।

মাধব। (স্বীয় বস্ত্র মধ্য হইতে সুরা বাহির করিয়া) এই নাও খাও।

শিবদাস। আঃ! প্রাণ ঠাণ্ডা হোলো—আঃ। (উপবেশন করিয়া) মাধব! তোমার জন্যে কতক্ষণ যে এইছি তা বলতে পারি না। ওহে জলটা খেয়ে যেন নতুন প্রাণ পেলুম। তবে?

মাধব। (স্বগত) আর কি! এবার কাজ হবে; দেখ্‌ছো কেমন গুণ? আর সে কথার নামও নেই—

শিবদাস। আর একটু জল দাও। বাঁচি!

মাধব। (পুনর্ব্বার সুরা প্রদান।)

শিবদাস। (পান করিয়া) মাধব! কি কর্‌তে হবে? মন্ত্রণা, তোমার উপকারের মন্ত্রণা? ভয় কি মাধব? কি বক্তব্য বল?

মাধব। আমার কি কর্‌লে? কাল তো নিউরাজ কর্ম্মান্তরে পাটনায় যাচ্চে। আর শুন্‌ছি কোম্পানির লোকে মধ্যবর্ত্তী হয়ে নাকি ধনপৎকে রাজি করেছে। নিউরাজের আর সে কাল নাই, এখন সে ধনী, এখন সে একজন প্রধান লোক। বিবাহের এখন আর আপত্তি কি? ধনপতের এখন ঐ সম্বন্ধ শ্লাঘা বলে বোধ হবে।

শিবদাস। তা কি কর্‌তে বল? এই বিবাহ ভঙ্গ করা? সরমা তোমায় অর্পণ করা? তা এ আর বিচিত্র কি! অর্থে কি না হয়। টাকা ঢাল, কাল কেন, আজই কর্ম্ম শেষ হবে। সরমার মার মত কি ও বিবাহে আছে?

মাধব। কেন তা কি বলিনি? তিনিই তো প্রধান উদ্যোগী, তাঁর

ভেদ না থাকলে কি এ কার্য্য হয়। নিউরাজ সরমা লাভ করতে পারে। তা না হলে তো আমার নির্ব্বিঘ্নেই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ক্রন্দনে,—অনুনয়ে—রাগে—আত্মঘাতী হবার কথাতেই তো ধনপতের মন বদ্‌লে গেল। এখন আর এ কাজ হওয়া দুষ্কর, অনুরোধ কিম্বা অর্থে, আর এখন হতে পারে না। যখন কোম্পানি এ কথায় হস্তক্ষেপ করেছে, তখন, ও সব চেষ্টা বিফল। তবে যদি অন্য কোন উপায় থাকে তো তাই দেখ? তুমি এর পরামর্শ না দিলে আমার সকল আশা বিফল হয়। এখন এ বিষয়ে কৃতকার্য্য না হতে পাল্লে জীবনই বৃথা—আমার মরণই নিশ্চয়—ওঃ তাও কি হয়! নিউরাজ—না না ওঃ তা হতে পারে না, সরমা নিউরাজের হতে পারে না—প্রাণ থাকতে নয়।

শিবদাস। বুঝেছি, অন্য উপায়ে এ কার্য্য উদ্ধার হওয়া এখন নিতান্ত অসম্ভব। যে সমস্ত চক্র করা হয়েছিল, কপাল-ক্রমে সকলই তো ব্যর্থ হয়েছে। এখন কি করা যায়। ও সব মতলব খাট্‌লো না। যখন এ কাজে হাত দিয়েছি তার একটী চূড়ান্ত না করে নিশ্চিন্ত থাকা হবে না। আমার নামে কলঙ্ক? আমার চক্র ফলকরী হবে না? (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) হয়েছে। হয়েছে। উত্তম হয়েছে! এবার যায় কোথা, এ চক্র স্বয়ং বিষ্ণুও অতিক্রম করতে পারেন কি না সন্দেহ। বেশ হয়েছে। ভ্যালারে মোর বাপ্!

আচ্ছা তোমার মনোবাঞ্ছা যদি সফল হয়, কি পারিতোষিক দিবে ?

মাধব। তোমার পারিতোষিক ? আমার জীবন তোমায় উৎসর্গ কল্লুম—আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকবো।

শিবদাস। না ও সব হবে না! রুধির চাই, একলক্ষ টাকা দিতে হবে।

মাধব। তোমায় আমার কি অদেয় থাকতে পারে ? এতে সন্তুষ্ট হও ? আচ্ছা এইই স্বীকার। কিন্তু দেখ্‌বো, এবার যেন ফস্কায় না।

শিবদাস। যে কল পাত্‌বো, এ আর ফস্কাবার নয়।

মাধব। তবে কালকের মধ্যে কার্য্য শেষ কত্তে হবে।

শিবদাস। কাল্‌ তো থাকছে ?

মাধব। হ্যাঁ কাল্‌ থাকবে।

শিবদাস। তবে আর ভয় কি। কেল্লা তো মার দিয়া। কিন্তু দেখো, যা বলে দেবো সেই মত না কর্‌লে, কাজ হবে না।

মাধব। যা বল্‌বে তাই কর্‌বো। এতে তিলও ত্রুটি হবে না।

শিবদাস। দেখ, একটা কিন্তু কাজ কর্ত্তে হচ্চে, সেইটে হলে ভারি সুবিধে হয়। তা হলে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র।

মাধব। কি বলো ? পার্‌বো না এমন কি কাজ আছে ?

শিবদাস। কাজটা বড় সহজ নয়—গুরুতর, ভয়ানক গুরুতর।

মাধব। কি বলই না ছাই ?

শিবদাস। বলি কোন ফিকিরে নিউরাজের দস্তখত যোগাড় কর্‌তে পারো?

মাধব। এঁই; তার আর বিচিত্র কি?

শিবদাস। বড় সহজ নয়।

মাধব। সে কাজ অনেক দিন গুছিয়ে রেখেছি, এই নাও তার দস্তখতি সাদা কাগজ লও? সেই যুদ্ধের পূর্ব্বে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।

শিবদাস। বাস্! আর কি? এই মুহূর্ত্তে কাজ নিকেশ করবো। দেখ এইতে একখানি পত্র লিখ্‌তে হবে। ফরাসিদের লিখ্‌তে হবে। ইংরাজদের বিপক্ষে, সেইখানা কোন রকমে ওর কাপড়ে লুকিয়ে রেখে দিতে হবে। আর তার পর যে কাজ বল্‌বো, এই মতলবে চল্‌লেই বাস্।

মাধব। কাজটা কি বলো?

শিবদাস। তবে শুন (মৃদুস্বরে কর্ণে কর্ণে পরামর্শ।)

মাধব। (সাহ্লাদে) ভেলা রে মোর বাপ্। বেদে, না হোলে কি সাপের হাঁচি বুঝ্‌তে পারে। আর আমার ভয় নেই।

শিবদাস। আচ্ছা, রোজ রাত্রে নিউরাজ্ ওদিক্‌দে যায় তো?

মাধব। প্রতিদিন, তার ভাবনা নেই, কাল তো যাবেই, শেষ দিন। দেখা কর্‌বে—বিদায় নেবে।

শিবদাস। বলি কোম্পানীর সেনাপতিকে কত্তে কর্‌তে পার্‌বে তো? তা না হলে কাজ হবে না।

মাধব। তোমার মা বাপের আশীর্ব্বাদের যদি জোর থাকে, তাতে ত্রুটি হবে না। ওসব, আমার সামান্য কার্য্য বলে মনে হয়।

শিবদাস। তা হলেই হবে। দেখো সাবধান! যেন গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ হয় না, সাবধান—সাবধান—তা হলে একুল ওকুল দুকুল যাবে। প্রাণও যাবে অথচ কাজ হবে না।

মাধব। ভায়া! পরামর্শ দিতে তুমি যেমন দক্ষ, ওসব কাজ হাসিল কর্ত্তে, আমিও আবার তেমনি মজবুত। তবে নিউরাজের আস আস সময়, খুনটী করেই পথে অসিকোষটা ফেলে রাখ্‌তে হবে? কেমন?

শিবদাস। কিন্তু দেখো যেন অন্য লোক সে সময়, সে দিকে না আসে।

মাধব। সে সব বন্দোবস্ত করে নোবো। তাতে কি আর ত্রুটি কর্‌বো? তবে এই কথা রইল? এখন যাওয়া যাক্‌, কাল আবার সব যোগাড় যন্তর কর্ত্তে হবে।

শিবদাস। হ্যাঁ কিন্তু সাবধান!

(উভয়ের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর রাজপথ।

মাধব। (ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে করিতে) (স্বগত) রাত্রি ক্রমেই অধিক হচ্চে, এখনো তো রামদাসের সাক্ষাৎ নাই। আজকে না হলে আর হবে না। সে কেমন লোক! কেমন করে এখনো নিশ্চিন্ত রয়েছে? আমার আহার নাই—নিদ্রা নাই। যতক্ষণ না কাজ সিদ্ধি হচ্চে, ততক্ষণ আমার কিছুই নাই। এখন আমি আকাশে কি পাতালে, তা জ্ঞান নাই। যে কল খাটিয়েছি, সেই মত যদি কাজ কত্তে পারি, তো ভাবনা কি? তা হলে আর যায় কোথা! এ ব্রহ্মাস্ত্র এড়ায়, কার সাধ্য? সরমার পাণিগ্রহণ কোর্‌বে না? আর অল্পক্ষণ পরেই সে আশা উন্মুলিত হবে! আর বড় দেরি নাই। যাদের বিশ্বাস করেছ, তাদের হাতেই তোমার মৃত্যু বাণ। আজ দ্বিতীয় সেনাপতি তো ভারি আমোদে মত্ত। আজ জয়োল্লাসে সকল সৈন্যই সুরাদেবীর পুজা কর্‌ছে। যেরূপ ভাব দেখে এলুম, তা অল্পক্ষণ মধ্যেই, সকলেই অচেতন হয়ে পড়বে। আর সেই সুযোগে আমার কাজ ফর্‌সা কর্‌বো। ওদিকে

এক রকম বন্দবস্ত হয়েছে, এখন নিউরাজ বেটার খপর পেলে হয়। তাই তো, রামদাস এখনো যে এলোনা। যাই, একটু এগিয়ে দেখিগে। চিটীখানা রামদাস কি নিউরাজের পকেটে দিতে পারবে? রামদাস তায় চালাক আছে। ওসবে খুব মজবুত।

(রামদাসের প্রবেশ।)

রামদাস। পেন্নাম কত্তাবাবু!

মাধব। রামদাস! এই এখন তোর জন্যে আমি যে কত ভাবছিলেম্ তা আর কি বল্‌বো। এই এলো এই এলো করে, পথের পানে একদৃষ্টে এতক্ষণ চেয়ে ছিলুম। বলি বাবা! সেখানে আছে তো?

রামদাস। এজ্ঞে হ্যাঁ এখনো আচে। বোদ করি ঝ্যান শীগ্‌গির এস্‌বে। তোমায় খবর দেবার তরেই মুই এখন এলুম। মোকে এখন যাতি হবে। কখন্ বেরোয় তার তো আড্ড্যা খবর দিতি হবে।

মাধব। বলি, আর যে কথা বলেছিলুম তা করিছিস্ তো?

রামদাস। কি পত্তরডা তো? মুই কি মুটে, ঝে একবার ঝা বল্‌বে তা মুই ভুলবো? সেডি মোর হবে না। মুই চুকি নি। পত্তরডা কোন্ কালে দিয়ে চুকেছি। তারা দু লোকে কথা কচ্চিল, মুই সেই ঝোঁকে, অ্যাড্ডা গোলাপির তোড়া দিতি গিয়ে, চিডীখান পাকড়ীর মধ্যি থুইছি।

মাধব। সাবাস আমার বাপ্! দেখো সাবধান! কেউ না টের পায়? তা হলে তোমারই মুস্কিল হবে।

রামদাস। তা আর মোরে শিখুতি হচ্চে না। এখন বকুসিস্ দাও! এত কল্লুম কিছু না পালি কি মন থাকে?

মাধব। আচ্ছা এই যে দশটা টাকা ধর।

রামদাস। পেন্নাম্! এই মোর লাকৃ ট্যাকা।

মাধব। তবে যা; আর দেরি করিসনি। যাই বেরুবে, অমনি আমায় খবর দিবি, বুঝ্‌লি তো?

রামদাস। তবে এখন মুই এসি?

(প্রস্থান।)

মাধব। (স্বগত) তবে এই সময় ছদ্মবেশটা পরে নিই, আবার কোন দিক্‌দে কে এসে পড়্‌বে; তা হলেই চিনে ফেলবে। নিউরাজের মতন পোসাক্‌টা পরি—তা হলে কেউ দেখ্‌লে মনে কর্‌বে নিউরাজ!

(প্রস্থান।)

পুনঃ প্রবেশ।

বাঃ বড় চমৎকার হয়েছে! আমি আমাকেই চিন্‌তে পাচ্চি না, হা—হা—হা—(হাস্য) ক্যাবাৎ হ্যায়। এসে খপর্‌টা দেবে, আর তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে আস্‌বো। এই খাপ্ পড়ে থাক্‌লে, লোকের নজরে পড়্‌বে না? বল কি! এমন্ হিরা বসান খাপ, এ আর কি চক্ চক্

কর্‌বেনা? নিউরাজ! এখন তোমার ভরসা কার? এই যে মনের আহ্লাদে—মনের সাধে হাস্‌তে হাস্‌তে কত কথা কয়ে আস্‌ছো। এখনি ঘোর বিপদে ডুবতে হবে। আর রক্ষা নাই কালের দংশনের ঔষধ নাই। তোমার আশালতা আজ চিরকালের জন্য ছিন্ন কর্‌বো। এই পূর্ণিমা রাত্রি—এই পূর্ণ শশধর—যা তোমার এখন কত সুখকর বোধ হচ্চে, যে শশধর তোমার সুখে—আনন্দে, নির্ম্মল গগণে ভাসিয়া ভাসিয়া কৌমুদীরাশি বিতরণ কচ্চে; ক্ষণেক পরে সেই শশীই তোমার দুঃখে কাঁদবে। এই সুখের পূর্ণিমা রজনীই তোমার কালরাত্রি হবে। নিউরাজ! আজ মনের সুখে কথা কও। এদিন আর পাবে না। আজ তোমার সুখের শেষ দিন। আজ তোমার বিজয়া দশমী।

রামদাস। (প্রবেশ করিয়া ত্রস্তভাবে এ দিক ওদিক চাহিয়া) কর্ত্তাবাবু কোথায় গেলে? যাঃ সর্ব্বনাশ হোল। সে যে বেরিয়েছে এখন কোথায় রইলে?

মাধব। (দ্রুতগতি আসিয়া) কেরে রামদাস নাকি? বলি কতদুর?

রামদাস। আর মশয়! খুঁজেই পাওয়া ভার। মুই যে দৌড়ে এইছি। সে যে বেরিয়েছে।

মাধব। বেরিয়েছে? পালা তুই এই দিকদে শীঘ্‌গির পালা?

রামদাস। যে এঁজ্ঞে।

(প্রস্থান।)

মাধব। আমিও যাই দ্রুত কাজটা সেরে আসি।

(প্রস্থান।

(ক্ষণপরে রুদ্রভাবে আসিয়া, রক্তাক্ত তরবারিসহ খাপ
রাজপথের এক পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান।)

(নিউরাজ গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ।)

নিউরাজ। (স্বগত) একি আমার হৃদয় ? পুরুষের মন ?

অচল অটল সৌমমূর্ত্তি, হিমাচল
সম সেই হৃদি মম ? কভু সংসারের—
ভাবনার সম মেঘজাল ; পারে নাই
আবরিতে শৃঙ্গদেশ যার ! নিরমল
ধর্ম্ম ; দিনকর যথা যার শৃঙ্গদেশে,
অত্যুজ্বল-সুপবিত্র করজাল সদা
করে বিতরণ। রমণীসুলভ, হীন—
দোষ, মেঘজাল ; করে নাই স্পর্শ যায়।
অতল-গভীর হৃদয় সাগরে, যাহা
সতত প্রশান্ত ; আজি বিনা বাতে তায়
কেন বা সহসা তরঙ্গের আবির্ভাব ?
শেষে একি হেরি ? এ যে প্রবল তুফান ;
কেন হেরিলাম হায় বিধি ! এ নয়নে ;
সুকোমল, নিরমল অতি মনোরম !

প্রভাত শিশির-সিক্ত, সুকম্পিত সদা
যৌবনের সমীরণে নবীন গোলাপ!
কেন হেরিলাম? সেই উচ্চ তরুশিরে,
সুবর্ণ জিনিয়া কান্তি চম্পক রতন!
মম আশা; হস্ত যায় নারে লভিবারে।
কেন হেরিলাম! সমুজ্বল চন্দ্রকর
সম কৌস্তুভ রতন? কেমনে লভিব?
দীন আমি; সাজে কি আমারে সে রতন?
কেন হেরিলাম? লাজ-মান-কুল সম
রক্ষিত ভুজঙ্গ দন্তে ফুল্ল কমলিনী?
কেন হেরিলাম সেই সরলা কামিনী?

(নগরপালের প্রবেশ।)

নগরপাল। বন্দি কি! ধর্ম্মাবতার এই পত্রখানি বড় সাহেব দিয়েছেন। কাল প্রত্যুষে প্রস্তুত হবার জন্যে হুজুরকে বলে দিয়েছেন; আজ রাত্রে এ সহর রক্ষার ভার এ দাসের উপর অর্পিত। অতি প্রভাতেই এ গোলাম হুজুরে হাজির হবে।

নিউরাজ। এস! কাল প্রত্যুষেই আমি প্রস্তুত থাক্‌বো।

নগরপাল। বন্দি কি।

(প্রস্থান।)

নিউরাজ। (স্বগত) হয় নাই এক পল; ত্যজিয়াছি আমি
প্রাণের সরমা। এই মাত্র লভিয়াছি
ভালবাসা তার, ভুঞ্জিয়াছি সুখরাশি।
পারিব কি রাখিবারে চিরকাল গলে;
সুকোমল নয়নরঞ্জন গোলাপের মালা?
সদা ভয় মনে, পাছে ম্লান হয় স্রক্
মম গলে! পুত প্রেমরজ্জু, দিয়া তুমি—
বাঁধিয়াছ হৃদি মোর? কঠিন, সরমে!
এই তব প্রেমরজ্জু। যতদূর যাবে
ছিঁড়িবে না ছিঁড়িবে না, বাড়িবে সোহাগ।
কোই! তবু কেন চলে না চরণ? ইচ্ছা
সুধামাখা শুনি কথা; অকলঙ্ক শশী—
হেরি পুন, নয়ন ভরিয়া। ভালবাস
প্রিয়ে তুমি মোরে? করিব কি প্রিয়ে! নাম
তব? কলঙ্কিবে এতে কি গো চরিত্র তোমার?
দোষিবে কি দশ জনে? নির্ম্মল দর্পণে
প্রতিবিম্বে যদি, মুরতি কাহার; তাহে
হয় কি পঙ্কিল কভু সেই দরপণ?
তোমা চেয়ে কত কত রূপরাশি, মরি!
হেরিয়াছে এ নয়ন। কমল জিনিয়া

হেরিয়াছি কত যুগ। বিদ্যুত জিনিয়া
হরিণ নয়নে সহিয়াছি কতবার
চঞ্চল কটাক্ষ তব। কিন্তু গো সরমে!
কেন মমে লয়, তব সমরূপ আমি
হেরি নাই এ জনমে? সুধু মনোরম
রূপে, হয় কি গো পূত-প্রেম অঙ্কুরিত?
তা হলে কি কভু রবিকর ছাড়ি হায়!
লোকেতে বাসিত ভাল স্নিগ্ধ শশীকর?
তীক্ষ্ণ-উগ্র-রৌদ্রমূর্ত্তি নহেক প্রেমের।
স্নিগ্ধ, সুশীতল মন প্রেমের কিরণে।
চলিলাম চলিলাম ছাড়িয়া তোমায়!
বল দেখি মন খুলে ‘ ভুলিব না তায়? ’

রাত্রি অধিক হয়েছে শীঘ্র বাড়ী যাই! মন বড় খারাব হয়েছে। পা চল্‌চে না। মার কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। কাল আবার অতি প্রত্যূষে উঠ্‌তে হবে।

(কিঞ্চিদ্দূর যাইয়া)

(সকৌতূহলে) এ কি! এমন চক্‌ চক্‌ করে কি? ঘাসের শিশিরে জ্যোৎস্না পোড়েছে বোলে কি এমন বোধ হচ্চে? (অগ্রসর হইয়া) না! তা তো নয়। (উত্তোলন) মনি-খচিত এ মহামূল্য অসিকোষ কার? কে এমন দ্রব্য ফেলে

গিয়েছে ? এ আবার এক নুতন ভাবনা উপস্থিত। কার জিনিষ্ কিছুই জানি না। আর এখানে দেখে, চলেও যেতে পারি না। যারই হোক্ রাত্রে শিবিরে পাঠিয়ে দিই গে। অধিকারীর অনুসন্ধান হলে দেওয়া হবে। কি চমৎকার জিনিষ্? তরবারিও যে আছে দেখ্ছি! (সাশ্চর্য্যে) এ কি রক্তাক্ত কেন ? এ কি! এ যে মণিভূষিত ফণির ন্যায় ? এ তরবারি কি কারও শোণিত পান করেছে ? যদি নির্দ্দোষীর রক্ত পান করে থাকো, তো এ মণিময় কোষের উপযুক্ত নও।

নেপথ্যে মহা কলরব।

(নেপথ্যে) ধর! কোন্ দিকে পালাল ধর—ঘাতক! ঘাতক! ধর। সর্ব্বনাশ করেছে ধর! ঐ দিকৃদে পালালো! ঐ গেল ঐ গেল! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

(কতিপয় নগরপাল ও ইংরাজ রক্ষকের প্রবেশ।)

১ম ন, পা। ঐ দিকে, ঐ দিকে!

২য় ন, পা। কোম্ দিকে হে, দেখ্তে পাচ্চি না যে? এর মধ্যেই অন্তর্দ্ধান হোল—

১ম ন, পা। ঐ, ঐ, ঐ যে কে রয়েছে ?—দৌড়োও ধর, ধর ?

১ম ইংরাজ। পাকুড়ো, পাকুড়ো Catch him on the hip.

(সকলের দ্রুতভাবে গমন ও নিউরাজকে ধৃত করণ।)

২য় ইং। Here it is ?

১ম ইং। Kill the Devil? Rogue.

নিউরাজ। (জড়ের ন্যায় অবস্থান)।

১ম ন, পা। এ কি, নিউরাজের এই কাজ? তাই একলা নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে ছিলেন? লোক চেনা ভার।

২য় ন, পা। মার শালাকে! মার মার! ইংরাজ রক্ষকদ্বয়ের প্রহার।

নিউরাজ। (গম্ভীর ভাবে) এ কি! আমি কি করেছি? বিনা অপরাধে এত প্রহার কেন? আমি কে তা জান?

২য় ন, পা। দস্যু! জান না, নরহত্যা! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, ইংরাজের শিবিরে খুন? মার শালাকে, এত আস্পর্দ্ধা! মার মার (প্রহার)।

নিউরাজ। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে শেষে এই ছিল। সবে সৌভাগ্যের ঊষা না আস্‌তে আস্‌তেই, ঘোর মেঘজাল? হা অদৃষ্ট! (নীরবে অশ্রুমোচন)

১ম ইং। চলো, জল্‌দি চলো treacherous Bengali, ruffian.

২য় ইং। (সজোরে হস্ত বাঁধিয়া প্রহার করিতে করিতে নিউরাজকে লইয়া গমন) চলো! You crafty Bengali, Saton চলো?

নেপথ্যে গম্ভীর খেদসূচক গীত।

রাং ভৈরবী ;—তাঃ মধ্যমান।

কি হোলো! কি হোলো! হায় আজি কি হোল!
বিনা অপরাধে আজি, নিউরাজের, কি হোল!
হেন জনে বল, কেমন কোরে ;—দিলি দোষ
শিরোপরে ; অকাতরে ;
বিনা কলঙ্কেতে আজি কি কলঙ্ক রটিল।
সত্যে যুধিষ্ঠির সম, গুণে রাম অনুপম ;
তেজেতে ভীষ্মের সম, সকলই বিফল হোল।
হায়! ক্রূর মাধব! থাকিতে এত বৈভব ;
এত নিদারুণ কাজ, কেন তোরে সাজিল?
তোর তরে নিউরাজ কত কষ্ট সহিল।
কুচক্রীর ঘোর জালে, নিস্তার নাহি পড়িলে ;
সরল হৃদয় তাহে তাই হেন হইল।
হায় সুবিজ্ঞ ইংরাজ! সুবিচারে ধর্ম্মরাজ ;
করিও ধর্ম্মের কাজ এ মিনতি রহিল।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পটমণ্ডপ।

বিচার সভা।

জেনেরল ওয়েল্‌সলি বিচারাসনে আসীন, এক পার্শ্বে বদ্ধপরিকর হইয়া রক্ষকপরিবৃত, নিউরাজ দণ্ডায়মান, অপর দিকে কর্ম্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তি-গণ দণ্ডায়মান।

ওয়েল্‌সলি। নিউরাজ! তুমি কিরূপ গুরুতর কর্ম্ম করেছ বল দেখি? ব্রিটীষ (Militia) মিলিসিয়ার এক জন সুদক্ষ সেনাপতিকে (genoral) হত্যা করেছো—সেও গুরুতর নয়! তুমি আবার কি না আমাদের বিপক্ষে ফরাসিদের যুদ্ধার্থে আহ্বান করেছ। ওঃ তোমার ব্যবসায়ই এই। আগে আমরা ইহা জানি নাই। তুমি কৃতঘ্ন,—বিশ্বাস-ঘাতক!

নিউরাজ। এ আমার অদৃষ্ট!!! যদি ভাগ্য মন্দ হয়, যে উপায়ে প্রচুর সুখের সম্ভাবনা, তাহাই অনিষ্টের সোপান হয়ে উঠে। হা হতবিধে! আমার কপালে শেষে এই

ঘৃণিত মৃত্যুর কথা লিখিয়াছিলে? ওঃ ওঃ ওঃ অসহ্য দারুণ অসহ্য!

ওয়েল্‌সলি। অনুতাপ পূর্ব্বে করা উচিত ছিল। মিথ্যা অদৃষ্টের দোষ দিলে কি হবে। পাপ করিলেই ভুগ্‌তে হয় এ আবার নূতন কি?

নিউরাজ। ধর্ম্মাবতার! দোষী হয়ে, অপরাধী হয়ে, বিচারালয়ে নীত হলে তত আক্ষেপের—তত পরিতাপের—তত মনের ক্ষোভ হয় না; কিন্তু যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, যে অপরাধের বিষয় স্বপ্নেও জানে না তার কি মনস্তাপ? তার কি দুর্ভাগ্য?

ওয়েল্‌সলি। তুমি যে অপরাধী, তার আর সন্দেহ নাই।

নিউরাজ। ওঃ! হৃদয় এখনও বিদীর্ণ হও।

ওয়েল্‌সলি। নিউরাজ! এখনও স্বীকার কর।

নিউরাজ। নির্দ্দোষী। ধর্ম্মাবতার! মিথ্যা বলিতে শিখি নাই; মা আমার দরিদ্র বটেন, কিন্তু শৈশব হতে নীতি শিক্ষা দিতেন—হৃদয়ে স্বাধীন প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিয়াছেন। মিথ্যাকে আমি মৃত্যু অপেক্ষা ভয় করি। আমাকে কেহ কখনো অবিশ্বাস করে নাই। বিধাতঃ! অদৃষ্টে আরও কি কিছু বাকি আছে? ওঃ ওঃ ওঃ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

ওয়েল্‌সলি। তুমি হত্যা কর নাই? সেই গভীর রাত্রে—সেই হত্যার রাত্রে, তোমার হাতে কি করে তরবারি এল?

নিউরাজ। অপরাধীর কথার বিশ্বাস কি ?

ওয়েল্‌সলি। তুমি কি বলিতে চাও বল না ?

নিউরাজ। যখন অপরাধী বলে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন, তখন আমার কথায় প্রত্যয় কি ?

ওয়েল্‌সলি। তোমার কথা শোনা আবশ্যক।

নিউরাজ। ধর্ম্মাবতার! অদৃষ্টে সকলি ঘটে, না হলে কেন আমি তরবারি রাজপথ থেকে তুলে দেখ্‌বো। সকলই অদৃষ্ট সাপেক্ষ।

ওয়েল্‌সলি। বল না কি বক্তব্য বলো। তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ। সহস্র অপরাধে অপরাধী হলেও তোমার কথা শুন্‌তে হবে। তা নিঃশঙ্কে বলো।

নিউরাজ। ধর্ম্মাবতার! আমি কিছুই জানি না—ঈশ্বর তুমি জান। তুমি মানুষের গভীর হৃদয়েও প্রবেশ করো। আসিতে আসিতে দেখিলাম প্রস্তর খচিত তরবারি নিক্ষিপ্ত রয়েছে, তুলিলাম—দেখিতে লাগিলাম—মনে করিলাম কাহারও দ্বারা এখনি এই তরবারি ব্রিটীষ্‌ শিবিরে প্রেরণ করিব। তখনি ধর্ম্মাবতার! নগর রক্ষক আসিয়া আমায় বন্ধন করিল। আর কি বলিব, প্রত্যয় না হয়, আমার অদৃষ্ট! মিথ্যা কহিব না; ইহা প্রতিজ্ঞা।

ওয়েল্‌সলি। পত্র কোথা হইতে আসিল।

নিউরাজ। জানি না।

ওয়েল্‌সলি। এ কিরূপ কথা? তোমার বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির হইল কিন্তু তুমি জান না কোথা হইতে আসিল?

নিউরাজ। শপথ করিতেছি এ বিষয় কিছু জানি না।

ওয়েল্‌সলি। এই দেখ দেখি এ সই কার?

নিউরাজ। (পত্র দেখিয়া) এ আমারই সই। কিন্তু এ পত্র লেখা আমার নহে।

ওয়েল্‌সলি। তা না হতে পারে, কিন্তু তোমার সই তো বটে? তবে কেন বলিতেছিলে যে ও পত্রের বিষয় আমি কিছুই জানি না?

নিউরাজ। এখনো বলিতেছি, আমি কিছুই জানি না। এ সব কি? ওঃ কি আশ্চর্য্য—এ সব কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। ধর্ম্মাবতার! এ কোন কুচক্রীর কর্ম্ম, তার আর সন্দেহ নাই।

ওয়েল্‌সলি। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম এ তাহারই ফল। নিউরাজ! তোমার শেষ কাল উপস্থিত। এখনও স্বীকার কর। এখনও সত্য বল্‌। মরণ সন্নিকট, যে পাপে পঙ্কিল হইয়াছ তার মোচন নাই, তার উপর আবার মিথ্যা! পৃথিবীতে এক তিলও পুণ্য করো? মরণ কালেও মিথ্যা কেন? তিল পুণ্য সঞ্চয় করো। এখনো স্বীকার করো।

নিউরাজ। হা বিধাতঃ! এখনো আমায় জীবিত রেখেছো?

ওঃ যাদের জন্য এতো করেছি তারাই অবিশ্বাস কল্লে? হা ঈশ্বর! ওঃ (দীর্ঘ নিশ্বাস) ধর্ম্মাবতার! আর কেন আমায় কষ্ট দেন। জল্লাদ আহ্বান করুন, এ বৃথা জীবন দেহ হইতে শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন করুন! আর কেন কষ্ট দেন? (রোদন)

ওয়েল্‌সলি। নিউরাজ! তুমি আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছ। ব্রিটন্ তোমার ঋণে চিরদিনের জন্য বদ্ধ। আজ এ অপরাধও যদি অন্য কেহ করিত তদ্দণ্ডেই তার প্রাণনাশ হইত। তুমি কার্য্যে যাই কেন হওনা, অন্তরে কোম্পানির একজন প্রধান মিত্র। কিন্তু আমরা আইনের অধীন, স্বয়ং আমি যদি আজ এই কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতাম, আমি ও দণ্ডার্হ হইতাম। নিউরাজ! কি করিব বল, তোমার অপরাধ সপ্রমাণিত হয়েছে। তবে তুমি বলে—

নিউরাজ। আমি কাহারো নিকট জীবন ভিক্ষা করি না। যদি যথার্থ অপরাধী বলিয়া প্রমাণ হয়, এই দণ্ডেই তার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন। আমি ভিক্ষা চাহি না।

ওয়েল্‌সলি। (সকরুণ স্বরে) নিউরাজ! একটী কথা আছে। তোমার প্রকৃত পরিচয় কেহ জানে না। অল্প সময় পরেই তোমার জীবন লীলা অবসান হবে। এখন পরিচয় দাও। পরিচয় নিতান্ত অবশ্যক। তুমি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছ এই জন্য যদি তোমার বংশে কোন লোক

থাকে, তাহাকে একটী সরকারি চাকরি দেওয়া হবে।

নিউরাজ। আমার পরিচয় আমি জানিনা, জানিলেও এ অবস্থায় পরিচয় দিয়া কুল উজ্জ্বল করিতাম না। আর আমার বংশে যদি কেহ থাকেন—ঈশ্বর জানেন—তাঁহারা কেহ বোধ হয় চাকরি স্বীকার করিবেন না। আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে বংশ নিতান্ত নীচ নয়। আর কেন বিলম্ব করেন জল্লাদ আহ্বান করুন।

ওয়েল্‌সলি। তবে তুমি দোষ স্বীকার করিলে না?

নিউরাজ। দোষী হইলে দোষ স্বীকার করিতাম্, মুক্তকণ্ঠে করিতাম, সত্য বলিতে ভয় কি?

ওয়েল্‌সলি। নিউরাজ! তোমার অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে। তুমি হত্যা করিয়াছ। তুমি নরঘাতক। তুমি আমাদের বিপক্ষে ফরাশিদের পত্র লিখিয়াছ, তুমি বিশ্বাসঘাতক ও আমাদের শত্রু। আমরা তোমার অনেক করিয়াছি; কিন্তু তুমি আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছ। অতএব তুমি কৃতঘ্ন। তুমি যুবক, তোমার ভবিষ্যতে অনেক আশা। কিন্তু সে আশা ফলবতী হতে না হতেই আজ মুকুলে বিনষ্ট হলো। তরু নবপল্লবিত ও মুকুলিত হইয়াছে, কিন্তু সহসা আজ কীট সে বসন্তের তরুর মূল কাটিল। তোমার আশা চিরদিনের তরে নির্ম্মূল হইল। সংসারের সুখ—আশা—ভালবাসা—স্নেহ—মান—সকলি ফুরাইল। তরু জীবিত

মাত্র থাকিবে কিন্তু ফল ফলিবে না, পল্লবিত হইবে না। তুমি আজ অবধি কোম্পানির শত্রু মধ্যে গণ্য হইলে। তুমি আর এ মাতৃভূমি ভারতে থাকিতে পারিবে না। তোমার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হইল। যদি কাহারো সহিত সাক্ষাতের আবশ্যক হয় বল। নিউরাজ! এ আজ্ঞা দিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, কিন্তু কি করি বল, আইনের অধীন। আর ব্রিটীষ্ গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতী নয়। তুমি বলে তোমার জীবন ক্ষমা করা গেল।

নিউরাজ। (অবিচলিত ভাবে) দণ্ডে ভীত নই! কিন্তু বিনা অপরাধে অপরাধী হইলাম? হা বিধাতঃ! শেষে এই কর‍্লে? ধর্ম্মাবতার আমার প্রাণ নাশের আজ্ঞা দিন। যদি আমার প্রতি দয়া থাকে তো আর যন্ত্রণা ভোগ করিতে পৃথিবীতে রাখিবেন না।

সাহ আলম। হায় কি হোল—হায় কি হোল—ওঃ কি পরিতাপ! খোদাবন্দ! আমি প্রকৃতরূপে জানি নিউরাজ নির্দ্দোষী, ওর চরিত্র বিশুদ্ধ—চন্দ্রের কলঙ্ক সম্ভব—মৃতের সঞ্জীবন সম্ভব—কিন্তু নিউরাজে পাপ অসম্ভব—নিতান্ত অসম্ভব। আমায় দ্বীপান্তর আদেশ দিন, কিন্তু নিউরাজকে ক্ষমা করুন। মিনতি করি ক্ষমা করুন। আমি শপথ করে বল্‌তে পারি নিউরাজ নির্দ্দোষী।

নিউরাজ। হুজুর! আপনি এত খেদ করেন কেন? আমার অদৃষ্ট মন্দ তাই আজ এই ভয়ঙ্কর অপরাধে অপরাধী-হলেম্। বিধাতার কর্ম্ম এতে কাহারো হাত নাই। মিনতি করি অপরাধ মার্জ্জনা করুন, খেদ দূর করুন, চলিলাম—চিরদিনের তরে চলিলাম। (স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থান)

মাধব. (স্বগত) আশা এত দিনে মুকুলিত হলো—বোধ হয় ফলবতী হবে। মন স্থির হও; আর ভাবনা নাই। চেষ্টা এত দিনে সফল হলো। গূঢ়চক্র এত দিনে কার্য্যকারী হলো। সরমে! এখন তুমি কার হবে? আমার নয়? এখন নির্ব্বিঘ্নে সরমালতার আশ্রয় নেব। সরমার প্রেমকূপে পিপাসা দূর কর্‌বো। সরমার মুখামৃতে অমরত্ব লাভ করিব। ভুজবল্লিতে হৃদয় শোভিত কর্‌বো। কথায় কর্ণ তৃপ্ত কর্‌বো। শিবদাস! তোমায় ধন্য। তোমার মন্ত্রণা সাবাস্!

সাহ আলম। ধর্ম্ম তুমি কি আর জগতে নাই? তোমার উগ্র তেজ কি অপগত হয়েছে? তা না হলে সত্তের আদর্শ—দয়ার উৎস—স্নেহের নদী—ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য—সাধুর উপমা, নিউরাজের এ দশা হবে কেন? আজ কাল ধর্ম্মেরই পরাজয়।

নিউরাজ। এখনও কেন খেদ করেন? আপনাকে কাতর দেখ্‌লে আমি হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাই।

সাহ আলম। নিউরাজ রে! আমি যে তোর গুণে একান্ত বদ্ধ। তুই যে আমার সন্তানের চেয়েও অধিক করেচিস্ রে বাপ! ওঃ ওঃ ওঃ! হা খোদা এই কল্লে? (দীর্ঘনিশ্বাস) খোদাবন্দ! মিনতি কর্‌ছি—নিউরাজকে মুক্তি দিন—আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্‌ছি; নিউরাজকে মুক্ত দিন।

ওয়েল্‌সলি। সম্রাট্! ও অনুরোধ করিবেন্ না। আমরা পক্ষপাতী নই। আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করে ব্রিটীষ শাসনে কলঙ্ক আরোপ কর্‌তে পারবো না।

সাহ আলম। অনুনয় করি এক বার ক্ষমা করুন। সামান্য প্রজার সহিত কিছু নিউরাজের তুলনা নয়।

ওয়েল্‌সলি। আমাদের কাছে আইনে সকলই সমান।

নিউরাজ। আপনি শান্ত হউন। কেন বৃথা অনুনয় করেন? দেখিবেন আপনার শেষে এই দুরবস্থা না ঘটে; এদের বিশ্বাস নাই।

ওয়েল্‌সলি। নিউরাজ সাবধান।

নিউরাজ। আমার আবার সাবধান কি? চিরকাল স্বাধীন ছিলাম, এখনো স্বাধীন। আমার ভয় নাই।

ওয়েল্‌সলি। রক্ষক কারাগারে লইয়া যাও।

ন. পাল। যো হুকুম খোদাবন্দ্।

ইং, রক্ষক। We are prompt at the dutie's call my lord!

(নিউরাজকে লইয়া প্রস্থান উদ্যম। সকলের হাহাধ্বনি)

(এক পত্র বাহকের প্রবেশ ও লর্ড ওয়েল্‌সলিকে পত্র প্রদান)

ওয়েল্‌সলি। (মৃদুস্বরে পত্রপাঠ)

মহামান্য কোম্পানি বাহাদুর!

এক ভিকারিণী অনাথার প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন। আমি নিউ-রাজকে জন্মের মতন একবার গোপনে দেখিবার বাসনা করি। অনুমতি হইলে চিরদিনের তরে বদ্ধ হই।

আপনকার দাসী
ভিকারিণী।

(প্রকাশ্যে) রক্ষকগণ কয়েদিকে বাহিরে লইয়া যাও। একটী স্ত্রীলোক ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। দেখিও সেখানে অন্য কেহ না যায়।

রক্ষকগণ। যো হুকুম্ খোদাবন্দ।

(নিউরাজকে লইয়া রক্ষকগণের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

(রক্ষক পরিবৃত নিউরাজের প্রবেশ)

নিউরাজ। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! আমি কি এত পাপ করিয়াছি? আমি এত নারকী? হা ঈশ্বর! নিরীহ, নিস্বার্থ, দীন, অকিঞ্চিৎকর নিউরাজ কি এত পাপী? অন্যজন্মে কত যে পাপ করিয়াছি তার শেষ নাই। মা! যাকে একদণ্ড একপল একনিমেষ না দেখ্‌লে পৃথিবী শূন্য

দেখ্‌তে, যে তোমার অন্ধের যষ্টি, প্রাণের ধন, জীবনের ভরসা, আশার প্রদীপ, সেই নিউরাজ আজ চলিল—দেশান্তরে চলিল—চিরকালের জন্য চলিল। মা এ পৃথিবীতে আর তোমার কেউ নাই, তোমায় মা বলে আর কে ডাকবে—তোমার সনে আর কে সম্ভাষণ করবে—তোমার চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। তোমার কুলাঙ্গার সন্তান মনের কালি তুল্‌তে পাল্লেনা। মা তোমার মনের ক্লেশ মনেই নিবিল, তোমার আজ সকলই ফুরাইল। বনের বিহগকুল তোমরা আমার মার সন্তান হইও। নিউরাজ তোমাদের চেয়েও নিকৃষ্ট, তোমরা মার দুঃখে কেঁদো কথা কইও। হিংস্র জন্তুগণ! তোমরাই এখন আমার মার সহায় হলে—মাকে রক্ষা করো; নিউরাজ-অপেক্ষা তোমরা সুসন্তান। পাদপদল! মাকে শীতল করে মার তাপিতপ্রাণ জুড়াইও—মার দুঃখে, রাত্রে নিশ্বাস ফেলো—প্রাতে শিশিরাশ্রু বিসর্জ্জন করো—ইহাই সহানুভূতি। মাগো তোমার আর কেউ নাই মা। মা আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ। যদি দীনভাবে পর্ণকুটীরে অরণ্য মধ্যে তোমারই সেবা কত্তুম, যদি আমার আশা না জন্মিত, তাহলে আমার ভাগ্যে এমন ঘটিবে কেন? মা! তুমি জন্মদুঃখিনী দুঃখে জীবন কাটাইও। আর নিউরাজের নাম করে ব্যথিত প্রাণ ব্যথিত করো না। নিউরাজ জন্মের

তরে চলিল? বায়ু! তুমি কি জনমদুঃখিনী অভাগিনী মাতাকে সমাচার দিয়েছ? তাহলে কি গর্হিত কাজই করেছ! মা কি তাহলে আর জীবিতা থাকুবেন? অথবা ভালই করেছ। আমার এ দশা শুন্‌লে সেই শোকাগ্নি-দগ্ধপ্রাণ মুহূর্ত্তেই তোমার সহিত যুক্ত হবে। তোমার দগ্ধ বায়ু তোমাতেই মিশিবে। মা তুমি মার কাজ করেছ। কিন্তু এ নারকী, পুত্রের কাজ, কর্‌তে পাল্লেনা। (দর দর বেগে অশ্রু প্রবাহিত) মা! তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা কত্তে আসছো? কি বলে দেখা করবো —কি বলে বিদায় নেবো? হৃদয় প্রাণ এখনও দেহে? শীঘ্র বহির্গত হও। আর কেন? ঈশ্বর এতেও তৃপ্ত নও? ওঃ! ওঃ! (রোদন) সরমে! আশালতা হৃদয়ে শুকাল—সুখের বসন্ত উদয় না হতে হতেই আবার দুরন্ত শীতের সমাগম হলো! তোমার সুখ দীপ নিবিল—আজ নবমু-কুলিত গোলাপ মুদিবে—আর ফুটিবে না। বিধাতঃ! তুমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখ্‌তে ভাল বাস না মনোরম সৌদা-মিনীতে তাই বুঝি মৃত্যু বাস লুকাইয়া রাখিলে—গোলাপে কীট দিলে—কমল মৃণালে কাঁটা দিলে—আশায় নৈরাশ্য স্থাপন কর্‌লে? হা ঈশ্বর তোমার কে দয়ার সাগর নাম রাখ্‌লে? ওঃ ওঃ ওঃ! কি কষ্ট! কি পরি-তাপ! (রোদন)

মলিনবেশা আলুলায়িত কেশা

সজল নয়না সরমার পাগলিনীর মত প্রবেশ।

নিউরাজ! (স্বগত) সরমে! আজ কি বলে সম্ভাষণ করবো ওঃ ওঃ ওঃ——

সরমা। (স্বগত) একি! আজ এ দশা কেন? পূর্ণশশীর এ অবস্থা কেন? নির্ম্মল বিশুদ্ধ স্বভাবে কে কলঙ্ক দিলে? তারা কি জানেনা সতী পতিপ্রাণার অসাধ্য কিছুই নাই? তারা কি সাবিত্রীর কথা স্মরণও করেনা? নাথ বল—একবার বল—কোন্ কুচক্রীর একাজ? আজ দেখ তার কি দশা না হয়। ওঃ ওঃ ওঃ! (রোদন) বুক যে ফেটে যায়! আঃ অঃ অঃ!!! (প্রকাশ্যে) আজ সহসা এ কঠিন দণ্ড কেন? একি সম্ভব?

নিউরাজ। এখানে আর একদণ্ড থেকোনা; যাও, এখনি যাও—এ দুর্ভাগ্যের আর মুখাবলোকন করোনা? যাও! সরমে! চলিলাম। আজ আমার সকলই শেষ হলো—লীলা অবসান হলো! মাকে এ কথা বলোনা। আমার এই অনুরোধ রেখো, মাকে শান্ত করো? তুমিই তার সন্তান হলে। রক্ষক একবার বন্ধন উন্মোচন করো (বন্ধন উন্মোচন) (সরমার হস্ত ধরিয়া) সরমে মা রইলেন, আমি কিছুই কত্তে পাল্লেম না।

(উভয়ের রোদন)

সরমা। আজ লজ্জা ত্যাগ করেছি—লোকাপবাদ বিসর্জ্জন করেছি। আজ দেখ্‌বো তোমার কে অনিষ্ট করে! সতীর এক ফোঁটা জলে পৃথিবী ভেবে যায়, তা এতো জলের নদী। আজ বল্‌ছি—প্রকাশ্যে বল্‌ছি—আর ভয় নাই—জীবনের ভয় নাই—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমি আমার স্বামী। তুমি একলা কোথা যাবে—এ দুঃখিনী তোমার সহচরী হবে। তোমার যে ভাগ্য আমারও তাই। (রোদন)

নিউরাজ। শান্ত হও, অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল?

রক্ষকগণ। এই দেখো! চলো বহুত দের হুয়া।

নিউরাজ। সরমে! তবে আসি! আজ জন্মশোধ বিদায় নিলুম! চলিলাম! (রোদন) মনের আশা মনেই রইল!!!

(ইংরাজ রক্ষকের প্রবেশ।)

ইং, রক্ষক। You bloody fool! Be ready soon. চলো—জল্‌দী!

(নিউরাজকে বন্ধন)

সরমা (রোদন করিতে করিতে) হা বিধাতঃ! এও দেখ্‌তে হলো! ওঃ ওঃ ওঃ! মা! তোমার প্রাণের নিউরাজ চলিল। এ জন্মের মত চলিল।

নিউরাজ। সরমে! তবে এই শেষ!

চলিলাম বিধুমুখি! জনমের তরে,
চলিলাম জন্মভূমি! সাগরের পারে।
হৃদয়ের আশালতা হৃদয়ে শুকাল,
অবিরল মমহৃদি, দুঃখমেঘজাল।
নিউরাজ দীপশিখা আজ থেকে নিবিল।
এ অভাগা জন্মশোধ প্রিয়তমে! চলিল!!!

(নিউরাজকে লইয়া রক্ষকগণের প্রস্থান)

সরমা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আজ আমি কোথায় যাব? এ শূন্য হৃদয়ে, শূন্য প্রাণে, কোথায় যাব? হা! কপালে আমার এই ছিল! আর এ প্রাণে প্রয়োজন কি? সর্প! তোমার গরল অনুসন্ধানে চল্লুম। এ অসময়ে তুমি উপকার কর। পাপ! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো! মনে করোনা—তোমার আশা পূর্ণ হবে। হা ঈশ্বর!

(প্রস্থান)

নেপথ্যে গীত।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরমার শয়নগৃহ।

ভূমিতলে আলুলায়িত কেশা সরমা আসীনা।

সরমা। আমার কি হলো! আজ আমি কোথায়—শূন্যে না ধরাতলে? আমি জীবিত না মৃত? এখনো দেহে জীবন আছে? আমি পূর্ব্ব জন্মে কি কোন পতিপ্রাণা সাধ্বীর পতিহরণ করেছি? না কোন সতীর কোমল মনে ব্যথা দিয়েছি? আমি কি এত ঘোরতর পাপ করেছি যে, আমার এ দশা হলো? আমি অতি মন্দ ভাগিনী, তা না হলে যাকে ইহজীবনের সর্ব্বস্ব ভেবে, যাঁর করে মনে মনে সকল সঁপিলাম, আজ কি না আমার অদৃষ্টে সে ধনে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হলেম্। এ জীবন সুখে কাটাব বলে যে তরু আশ্রয় করেছিলুম্, আমার পোড়া অদৃষ্টে সেই তরু সহসা ভগ্ন হলো। আর আশ্রয় নাই; এখন ভাসিলাম—ঘোর নৈরাশ-সাগরে ভাসিলাম! নিউরাজ! তোমায় স্নেহ করিতাম্—ভাল বাসিতাম্—সেই যথেষ্ট ছিল; তাহা থাকিলে চিরদিন সুখে থাকিতাম। কেন প্রেম জন্মিল? কেন বা তায় প্রণয়

মুকুলিত হলো? হা নাথ! আর কি তোমার সে সরলতা পূর্ণ মধুর কথা শুন্‌তে পাব? সে হাসি হাসি, মুখখানি দেখতে পাবো? ওঃ ওঃ ওঃ! আমার কি হলো! একজনের করে মনপ্রাণ সকলই সঁপেছি—আর কি অন্যের অনুরাগিনী হতে পারি? হা বিধাতঃ! আমার ভবিষ্যৎ আশা কি এত নিবীড় অন্ধকারাবৃত করেছো? নাথ! সরলা ছিলাম, সরলভাবে তোমারে দেখিতাম, সরলা বালার ন্যায় ভাল বাসিতাম—কেন প্রেম জন্মিল? না হলে এ যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হতোনা। সরল হৃদয়ে এ গরল উঠিত না; নির্ম্মলাকাশে এখন মেঘেরও সম্ভাবনা থাকিত না। কল্য মাধবের সহিত বিবাহ হবে! বিবাহের আয়োজন হচ্চে। বাবা! কাল চিতা প্রস্তুত করিও, কাল চিতারোহণ কর্‌বো, সেই আমার বিবাহ। মাধব! ঘৃণিত মাধব! পাপ মাধব! দুরাচার কুচক্রী মাধবের গলার মালা দিব! ওঃ ওঃ ওঃ! ঈশ্বর এখনও জীবিত রেখেছো? প্রাণ কাল মাধবের সহধর্ম্মিণী হবে বলে কি এখনো রয়েছ! নাথ! তোমার সরমা কাল অন্যের হবে। রজনি! তুমি প্রভাত হয়োনা; (হস্ত জোড় করিয়া ক্ষিপ্তাবেশে) তাহলে কাল দুরাচার মাধবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। মিনতি করে বলি এ দুখিনীর অনুরোধে, কা'ল প্রভাত হয়োনা?—সতীর অনুরোধে কা'ল প্রভাত হওনা; তা হলে সতীর

একমাত্র ধন (কাঁদিতে কাঁদিতে) সতীত্ব রত্ন মলিন হবে। কা'ল প্রাণ হারাইব। বিধাতঃ! মিনতি করি আমার শেষ করো। রজনি! তুমি রমণী বলে আমার উপর সহানুভূতি করো। তোমার কৌমুদিরঞ্জিত মনোহর রূপ ত্যাগ করে কাল রাত্রি হও। এ পাপ জীবন বহির্গত হও, তা হলে আর এ কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হবে না। (ক্ষিপ্তাবেশে দণ্ডায়মান হইয়া) তুমি কি আমার দুঃখে হাসছো? পাপিয়সি! তোমার কি হৃদয় কঠিন হয়েছে? পাষাণ হয়েছে? না! না! তা কি হয়? রমণীর কোমল মন কি কখন পাষাণ হতে পারে? নিতান্ত অসম্ভব। ঐ যে কাঁদ্‌চেন, ঐ গাছ থেকে টস্ টস্ করে অশ্রু পড়ছে। বাবা! তুমিও নিষ্ঠুর হলে? তুমি কেমন করে সরমার আশা নাশ কর্‌লে? কা'ল কি আর স্নেহের পুত্তলি সরমাকে দেখ্‌তে পাবে? সরমা কি দ্বিচারিণী যে, অন্য পতি বরণ কর্‌বে? মা! তুমিও সময়ের গুণে এ হতভাগিনীর প্রতি নির্দ্দয় হলে? তুমি তো জান সরমা কার। মা! চল্লেম। কা'ল প্রজ্বলিত চিতায় সরমার দে হবে। তোমরা উৎসব কর্‌ছো—আমোদ করছো, কর। কা'ল কিন্তু সরমার শেষ হবে। মাগো! মনের কথা মনে রইল—মনের আশা মনে নিবিল; ধুমাইয়া—ধুমাইয়া নিবিল। (করজোড়ে ক্রন্দন করিতে করিতে) চন্দ্র! তুমি নিতান্ত শান্ত, পরের দুঃখ দেখিতে পার না। আজ

অভাগিনীর কপাল দোষে তুমিও হাসছো? তোমার সে ভয়ঙ্করী তমোময়ী মূর্ত্তি কোথায়? তুমি সাক্ষি, আজ চলিলাম। পবন! করজোড়ে বল্‌ছি, দুঃখিনীর একটী কথা রাখো। আজ্‌ আমার প্রাণ বায়ুর শেষ করো। আর একটী কথা নাথকে বলো—সরমা প্রাণ হারাইয়াছে। বলিও, সতীত্ব রক্ষার জন্য মরিয়াছে—কাঁদিতে নিষেধ করিও। নাথ! চলিল—অভাগিনী জন্মশোধ চলিল। দেখা হলো না—শেষ সময় দেখা হলো না; মনে কত কথা ছিল সকল মনেই রহিল। খেদ রহিল, মন খুলে বলিতে পারিলাম না। নাথ! তুমিই আমার জীবন সর্ব্বস্ব। ওঃ ওঃ ওঃ! মনের কথা, মনের আশা, মনেই রইল। নাথ! তোমার কি হলো? নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্রে কলঙ্ক আরোপিত হলো? হা অদৃষ্ট! (রোদন করিতে করিতে গীত)।

এবে মনের আশা লো ফুরাইল।
মনে মনে ভালবেসে হৃদিপ্রাণ দহিল,
পরাধীন নারী কেন নিজ প্রাণ সঁপিল।
সরমা ব্রততী লইতে শরণ—
শুকাইল মন মত তরু তখন;
এ কুসুম কোরক মুদিবে রে!
এ কুসুম নাহি হায় ভারতেতে শোভিল।

গরল! কত অনুসন্ধানে তোমায় এনেছি। কৈ তোমার রূপ দেখি? (বিষপাত্র উত্তোলন করিয়া) তুমি শোকার্ত্তের শান্তি! ব্যথিত হৃদয়ের ঔষধ! নিরাশ হতভাগ্যের অমৃত! এ সময় আমার কেহ উপকার কল্লে না। (সহাস্যে) তুমিই আমার এ বিপদে একমাত্র সখা! নাথ! আজ গরল পান করি! আজ গরলে দেহ নীল করি! হা নাথ! তবে বিদায় দাও (বিষপাত্র রাখিয়া) তবে চলিলাম। (বিষপান উদ্যতা) না! না! একটী কাজ আছে, তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করি। বিবাহের সময় তাঁর আঙটিটী খুলি। এখনি চিতার সহিত বিবাহ হবে। এই তো বিবাহের সময়। (অঙ্গুরীয়ক ভগ্ন করিয়া) একি! এর ভিতর একি? কাগজ কেন? কিছু কি লেখা আছে? (খুলিয়া) তাই তো কি যে লেখা রয়েছে—খুলে পাঠ করি? কার মূর্ত্তি অঙ্কিত রয়েছে। (পাঠ)

"রাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত রামরাজ জি।

নিউরাজ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র! আমার অবর্ত্তমানে ইনিই মহীসুরের অধীশ্বর। ইনি দয়ালু, দাতা, সরল, ও বীর হইবেন। ইহাঁর দ্বারা আমাদের কুলকলঙ্ক বিদূরিত হবে।"

নিউরাজ, রাজপুত্র! হা বিধাতঃ! রাজপুত্রের অদৃষ্টে এই কষ্ট! কোথায় রাজবাটী, না কোথায় পর্ণকুটীর! কোথায়

সুখস্পর্শ শয্যা, না কোথায় তৃণশয্যা ; কোথায় সহস্র অনুচর, না কোথায় বনের জন্তু ! হা অদৃষ্ট ! তোমার আশ্চর্য্য লীলা ! কি কারণ নিউরাজ রাজপদ ছেড়ে এই বনে বাস কর্‌ছেন ? বাবা ! তুমি না বলেছিলে যে অজ্ঞাতকুলশীলকে কেমন করে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বো ? বাবা আজ্ দেখো ? আজ এ সম্বন্ধ তোমার শ্লাঘার বিষয়। নাথ ! এক সময় তুমি মনে কর্ত্তে, আমি দীন, আমার সহিত কি সরমার বিবাহ সম্ভব ? নাথ ! কিন্তু এ অভাগিনী তোমার যোগ্যা নয়। তুমি রাজ পুত্র। আমি সামান্য ধনা কন্যা। তোমার লভিবার আশা আমার বামন হয়ে চন্দ্র লভিবার মত। নাথ ! পৃথিবীর নিয়মই এই, যখন যা আসে তাইই অধিক পরিমাণে আসে। জলেই জল বাঁধে। নাথ ! আজ্ কি সুখের দিন ! গরল ! আর তোমার সাহায্য চাহি না ; যে ভয়ে মন ব্যাকুলিত হচ্চিল, সে ভয় অন্তরে গেছে। আর কি, এখন সুখশশী ষোলকলায় উদিত হয়েছেন। (করজোড়ে) ঈশ্বর প্রণাম করি। দয়াময় ! তোমার দয়া অপরিমেয় ! তোমার চরণে প্রণাম। নাথ ! (উদ্দেশে) কত কষ্টই পেয়েছো। আর কি, কষ্টের শেষ হোল। মা ! তাই তুমি নিউরাজকে দেখ্‌লে সদাই কাঁদ্‌তে। তুমি রাজ মহিষী না হলে অত উচ্চ মনই বা হবে কেন ? মা ! আর ভাবনা কি,

তোমার নিউরাজ এবার রাজা হবে। মা! তুমি এখনো জান না যে, তোমার নিউরাজ ঘোর চক্রে পড়ে চিরদিনের তরে নির্ব্বাসিত হয়েছে। ভালই যে তুমি এ কথা শোনোনি; তা হলে, জীর্ণ-তরী ভগ্ন হতো! কিন্তু এখন শোন, নিউরাজ রাজা হবেন। (হাস্য করিতে করিতে) আমি কি তবে রাজ মহিষী হব? না—রাজা হলে কি নিউরাজ আমায় মনে কর্‌বেন? এ ক্ষুদ্র লতা কি তাঁর হৃদয়ে স্থান পাবে? তাঁর কি দৃষ্টিপথে পড়্‌বে? তবে নিউরাজ কি আমায় ভুল্‌বেন? তায় ক্ষতি কি? তিনি সুখে থাকুন। এই আমার ইচ্ছা।

(মতি মালার প্রবেশ।)

মতি মালা। কেন ভুল্‌বেন? সরমাকে ভুল্‌বেন? রাজ মহিষী হবে তার আর ভাবনা কি?

সরমা। ভাই! আজ কি সুখের দিন? তুমি যাই বল, আজ আর আমার লজ্জা নেই। নিউরাজ মহিসুরের রাজা। সখি আজ্‌ কি সুখের দিন?

মতিমালা। সখি আজ যে সুখের দিন, তা প্রকাশ করে আর বলবো? (সাশ্চর্য্যে) সরমা! এ কি আজ্‌ তোমার এমন বেশ কেন—এমন অবস্থা কেন? এ কি বিষ যে! এ কেন? সখি বল শীঘ্র বল! এর কারণ কি? আমার বড় ভয় কর্‌ছে।

সরমা। সখি! নিউরাজে বঞ্চিত হয়ে পাপ মাধবের হস্তে পড়্‌বার ভয়ে এ গরল ভক্ষন করিতে মনে করেছিলুম। কিন্তু নিউরাজ দত্ত অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া জানিলাম নিউরাজ, মহিশূর রাজপুত্র। কোম্পানি বাহাদুর এই সংবার পাবার জন্যে চারদিকে ঢেঁড়া পিটে দিয়েছেন। তাই সখি এত আনন্দ কর্‌ছিলাম।

মতিমালা। সখি চল এ সংবাদ শীঘ্র প্রচার করিগে——

(সকলের প্রস্থান।)

পট ক্ষেপণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লীর রাজপথ।

ব্রিটিষ্ শিবির।

শিবির সম্মুখে জেনারেল ওয়েল্সলি ও একজন সৈনিক আসীন।

ওয়েল্সলি। এত দিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এত দিনে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্লো। টিপু অজেয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মনে করে ছিলুম টিপুর কাছে বুঝি ব্রিটিষ্ নিশান নত হলো! কিন্তু সে ভয় এবার দূর হলো। যাই হোক্, ভারত বীর শূন্য নয়। টিপু একজন প্রকৃত বীর। ভারতীয় সৈন্য যদি আমাদের মত শিক্ষিত হোত, কার সাধ্য টিপুর সম্মুখীন হয়? টিপু রণকৌশলে একজন পণ্ডিত।

সৈনিক। তার আর সন্দেহ কি? টিপু একজন প্রকৃত বীর; একদিন আমাদের সমকক্ষ বল্‌তেও পারা যায়। তবে কি না, যত বড় কেন বীর হোক্ না আপনি যে রণের নায়ক, সেখানে আবার ভাবনা?

ওয়েল্সলি। সেরিঙ্গাপটম দুর্গটী অতি সুন্দর।

সৈনিক। অমন পজিসন্ (position) অমন ভিউ (view) কোথাকার দুর্গেরও নাই।

ওয়েল্‌সলি। কিন্তু আমরা যদি ও দুর্গটী নির্ম্মাণ কত্তুম, আরও সুন্দর হোত; না?

সৈনিক। তা আবার বল্‌তে। আমাদের সামান্য দুর্গের নির্ম্মাণ প্রণালীও ওর চেয়ে সুন্দর।

ওয়েল্‌সলি! ঐ দুর্গ টী যদি ইংলণ্ডে হোত, কি সুন্দর দেখাতো বল দেখি!

সৈনিক। লর্ড! ইংলণ্ড আর ইণ্ডিয়া? স্বর্গ আর নরক? ইংলণ্ডের পল্লীর পর্ণকুটীরও এখানকার রাজপ্রাসাদাপেক্ষা মনোরম ও সুন্দর।

ওয়েল্‌সলি। এই কাবেরী যদি টেমস্‌ হতো, তা হলে কি সুখেরই হতো।

সৈনিক। (দণ্ডায়মান হইয়া) লর্ড Hail merry England hail! বলে আজ এই বক্ষে কত সুখে যে নাচতুম্‌ তা মনে রইল। Oh! England and India, far different.

ওয়েল্‌সলি। (Andrew) অ্যান্‌ড্রু! এই জয়ে দাদা কি সন্তুষ্ট হন নি?

সৈনিক। কে? আপনার দাদা? ওঃ তিনি আপনাকে এক এক সময়ে ভাই বল্‌তে শ্লাঘা বোধ করেন। আপনি ইংলণ্ডের গৌরব।

ওয়েল্‌সলি। আ মেরিয়া! তুমি কোথায়? আর আমি কোথায়? কত দিন টেমস্‌-লহরী তোমার সুস্বর গীত

শোনায় নি। এখন আমি এখানকার প্রায় এক রকম অধীশ্বর। ইচ্ছা করে তোমার সেই সুন্দর গান এই কাবেরীর তটে বসে শুনি। আ, ব্লু-আইড সুইট মেইডেন! ইচ্ছা করে তোমার সুন্দর মুর্ত্তি একবার (black Indian) ব্লাক্ ইণ্ডিয়ার ডার্ক-আইড্ স্ত্রীলোকদের দেখাই।

সৈনিক। আঃ সেই সুইট মেরিয়া! Oh angel!

ওয়েল্‌সলি। ইণ্ডিয়া ভারি গরম!

সৈনিক। ওঃ বড় অধিক। মাথা যেন পুড়ে যাচ্চে। আগুন আগুন! (মস্তকে হস্ত প্রদান)

ওয়েল্‌সলি। মহীসুরের পূর্ব্ব হিন্দুরাজার উত্তরাধিকারীর তো কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। কি করবো? কত দিকে লোক পাঠালেম, যে এই সংবাদ দিবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দিবো বলে ঢেঁড়া পিটে দিলুম, কৈ তার তো কোন ফল হলো না। এখন কি করি?

সৈনিক। তাই তো, এই টে আর হচ্চে না।

ওয়েল্‌সলি। বিলাত থেকে হুকুম এসেছে যে, মহীসুরের হিন্দু রাজার উত্তরাধিকারী যেখানে থাকুবে সেখান থেকে খুঁজে এনে তাকে সিংহাসনে অভিষেক করবে, ত্রুটি না হয়।

সৈনিক। এ যে ভারি মুস্কিল! আচ্ছা যাকে হয় একটা ধরে নেসোনা! আমি ইণ্ডিয়ান হলে (অঙ্গভঙ্গী করণ) এই রকম করে সিংহাসনে গিয়ে বসতুম।

ওয়েল্‌সলি। (হাস্য)

সৈনিক। আচ্ছা, যদি আমি খুঁজে বার কত্তে পারি তা হলে পেট ভরে ব্রাণ্ডি দেবে বলো। Oh sweet thing!

ওয়েল্‌সলি। এর আশ্চর্য্য কি অ্যান্‌ড্রু? (Andrew)

সৈনিক। Thank to your Lordship। বহুত খোস—

(নৃত্য করিতে করিতে)

টিপ্‌ টিপ্‌ টৌ,
মেরা দেল, খোস হুয়া হো!
টি টিপ্‌ টিপ্‌ টি, টিপ্‌ টিপ্‌ টি
মেরা জান গিয়া, লেসলি!
হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রো
হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রো
ব্রেস আউরায় হিরো।

(নৃত্য)

ওয়েল্‌সলি। (সহাস্যে) সাবাস! অ্যান্‌ড্রু, হো! হো! হো! (হাস্য) এখন কার্য্যটা সফল না হলে ভারি মুস্কিল হচ্চে।

সৈনিক। মুস্কিল আবার কি? যদি ঠিক রাজার ছেলেপুলে নেহাত পাওয়া নাই যায়, যাকে হোক একটা ধরে এনে বলা যাবে, এই পাওয়া গেছে।

ওয়েল্‌সলি। আমাদের বড় ধরে আন্‌তে হবে না। এই দেখো কোথা থেকে একটা বেরেয় এই। ইণ্ডিয়ানদের অসাধ্য

কিছুই নেই। তার সাক্ষী কেন নিউরাজকে দেখোনা, এত বড় খড়িবাজ আর আছে?

সৈনিক। ওঃ! কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সকলই সম্ভব।

ওয়েল্‌সলি। জুয়াচুরিতে এরা ফাষ্ট নম্বর, মুখপাত।

সৈনিক। আবার বুদ্ধির ভেতর সেঁধোনাও ভার।

(উন্মাদবেশে বকিতে বকিতে শিবদাসের প্রবেশ)

শিবদাস। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, পাপ কল্লেই ভুগতে হয়। (দুই চারিবার এই কথা) বাবারে মলুমরে, মিছে কাযে মলুমরে!!!

ওয়েল্‌সলি। দেখো দেখো! একটা লোক কি বক্‌তে বক্‌তে আস্‌চে!

সৈনিক। তাইতো, ও আপনার মনে কি বক্‌তে বক্‌তে আসছে? পাগল নাকি?

ওয়েল্‌সলি। পাগলই তো বটে!

শিবদাস। পাপ কল্লেই ভুগ্‌তে হয়। ওঃ বাবা!!!

(সভয়ে ভ্রমণ)

ওয়েল্‌সলি। লোকটা কি বলে শোনা আবশ্যক।

সৈনিক। পাগল আপনার মরজিতে কি বল্‌ছে তা আর কি শুনবেন?

শিবদাস। ও বাবা! ফুলের ভেতর এমন সাপ!!! নিউরাজ— ওঃ বাবা! পাপ কল্লেই ভুগ্‌তে হয়।

ওয়েল্‌সলি। লোকটা সহজ পাগল নয়। কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

সৈনিক। একটা কোন গুরুতর কারণ না থাকলে কি লোকে সহজে পাগল হয়?

শিবদাস। ফুলের ভেতর এমন সাপ! কামড়েছে নিউরাজ!

ওয়েল্‌সলি। লোকটীকে ডাকা যাক, কারণটা জান্‌তে হচ্চে।

সৈনিক। এই যে এই দিকেই আসচে।

শিবদাস। মাধব! তুই এমন সাপ! হো! হো! হো! (নৃত্য আবার ক্রন্দন) ঐযে কে বসে রয়েছে; মাধব যে! বাবারে! আবার কামড়াবে পালাই পালাই, ও বাবা! (সভয়ে গমন)

ওয়েল্‌সলি। পালায় যে হে ডাক! ডাক! লোকটার কাছে অনেক গুপ্ত কথা জান্‌তে পারা যাবে।

সৈনিক। (অগ্রসর হইয়া) ওহে বাবু! এই দিকে এসো, বড়-সাহেব ডাকুছেন।

শিবদাস। (সত্রাসে) গেলুমগো! মলুমগো! আবার আমায় দেশ থেকে তাড়ায়—তাড়ায়।

সৈনিক। (স্বগত) এতো ভারি আপদ দেখ্‌ছি। পাগলকে কি করে ডেকে নে যাবো। (প্রকাশ্যে) ভয় কি বড় সাহেব ডাকুছেন, ভয় কি?

শিবদাস। না বাবা যাবনা! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হলো না?

সৈনিক। কি বল্‌ছো, চল না।

শিবদাস। না বাবা যাবনা।

নিউরাজ কিছু জানেনা।

পাপ করলে ভোগে না

ফুলের ভেতর এমন সাপ।

সৈনিক। (উচ্চৈস্বরে) ওতো আসেনা।

ওয়েল্‌সলি। (অগ্রসর হওন) তোমার ভয় কি? আমার কাছে এসো।

শিবদাস। ফুলের ভেতর এমন সাপ?

ওয়েল্‌সলি। তোমার কথার অর্থ কি?

শিবদাস। মাধব সাপ!

ওয়েল্‌সলি। মাধবটা কে?

শিবদাস। মাধব রাও!

ওয়েল্‌সলি। মাধব রাও? সে সাপ কিসে?

শিবদাস। কামড়েছে!

ওয়েল্‌সলি। কাকে?

শিবদাস। নিউরাজ্‌কে।

ওয়েল্‌সলি। নিউরাজ তো দ্বীপান্তরে।

শিবদাস। দেওয়ালে কে?

পাপ্‌ কল্লে ভোগে না,

তা না, না, না, না। (নৃত্য)

ওয়েল্‌সলি। তবে নিউরাজ কি নির্দোষী?

শিবদাস। এইটে জানতে পাচ্ছে না। এত বুদ্ধি ধরো!

বাবা গো, গেলুম গো,

ঐ নরক গো।

ওয়েল্‌সলি। নরক কি?

শিবদাস। মাধুবের জন্যে গেলুম আর কি!

ওয়েল্‌সলি। (স্বগত) এ সহজে পাগল নয়! ওঃ! নিউরাজকে তবে আমরা বিনাদোষে দ্বীপান্তর করেছি? নিউরাজ নির্দোষী! কুচক্রির ঘোর চক্রে কার সাধ্য প্রবেশ করে? আমরা কি মন্দ কাজ করেছি? না জেনে না শুনে অমন সরল হৃদয় ধার্ম্মিক নিউরাজকে দ্বীপান্তর কল্লুম? (প্রকাশ্যে) তবে নিউরাজ কি সাধু?

শিবদাস। ঐ চাঁদের চেয়েও ভাল। ফুলের ভেতর এমন সাপ, জানতোনা আগে।

ওয়েল্‌সলি। (স্বগত) এও বোধ হয় মাধবের গূঢ় মন্ত্রণার একজন মন্ত্রী! পাপ ঘোরতর হলে মানুষের চিত্ত বৈলক্ষণ্য দাঁড়ায়। অনেকটা জানা গেলো, এখন মাধবকে ধরে পেড়াপিড়ি কল্লেই সব বেড়িয়ে পড়্‌বে।

(মাধবের ক্ষিপ্তবেশে প্রবেশ)

মাধব। (স্বগত) ভয়ে পাগলের ভান কল্লুম। শিবদাস পাগল হয়েছে; কেবল আমার কথা বল্‌ছে। কেবল ভয়

পাছে চক্রের কথা প্রকাশ করে। তা হলেই গেছি। পাগল হলে লোকে মনে কর্‌বে, হাঁ। পাগলে কখন কি অমন কায কর্ত্তে পারে? কেউ আর বড় শীগ্গির বিশ্বাস কর্‌বে না। আর শিবদাস যা বল্‌ছে আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা কত্তে এলে পাগলের মতন হাস্‌বো, নাচ্‌বো, কাঁদ্‌বো। কেউ আর বড় বুঝবে না। এত দিনে বুঝি গেলুম! আর থাকে না, প্রকাশ হোলে আর রক্ষা নাই।

শিবদাস। ঐ মাধব সাপ কামড়ালে, কামড়ালে।

ওয়েল্‌সলি। ভয় কি? সাপের ওঝাও উপস্থিত।

মাধব। (স্বগত) হয়েছে, হয়তো সব টের পেয়েছে। সবই বিকল হলো। এত কল কিছুই খাট্‌ল না? যাঃ, এবার বুঝি গেলুম! পাগলই হই আর যাই হই, যমে ও মাখলে ছাড়বেনা।

ওয়েল্‌সলি। মাধব এদিকে এসো।

মাধব। (সত্রাসে) বাবা রেঃ! (স্বগত) একটু পাগলামি করি, না হলে রক্ষা নাই (প্রকাশ্যে) পাপ কল্লেই ভুগতে হয়, হা হা হা! (হাস্য ও নৃত্য)

ওয়েল্‌সলি। সব বুঝেছি। বৈদ্যের কাছে রোগ ছাপা থাকে না। পাগলামি ঘোচাই এই! এত বড় ক্রুর নরঘাতক! তোর ভয় নাই?

মাধব। গেছি এবার। (কম্পন) ওঃ বাবা! আ—মি কি—ছু জানি—নি, শিবং—দাস—নিউ—রাজকে খে—য়েছে। বাবা—পাপ কল্লেই ভুগতে হয়।

শিবদাস। (রৌদ্র বেগে) মাধব সাপ! এবার কামড়া দেখি। ও বা—বাঃ যে দাঁত!

ওয়েল্‌সলি। ওখানে কে আছে মাধব্‌কে ধর।

(দুইজন রক্ষকের বেগে প্রবেশ।)

মাধব। (কম্পান) গেলুম্‌রে, বাবারে, এবার একাবারে গেলুম। আর কর্‌বোনা, ঘাট হয়েছে, আর কর্‌বো না। হুজুর এবার মাপ করুন। ঘোর আশায় মুগ্ধ হয়ে এ কাজ করেছি। তাও সফল হলোনা; জাত গেলো, পেট ভর্‌লোনা। ওঃ ওঃ!! (কম্পন)

ওয়েল্‌সলি। শীঘ্র ধরো। পাজিকে জলডি ধরো।

শিবদাস। কেমন বাবা কামড়াবে? (রক্ষগণ কর্ত্তৃক মাধবের বন্ধন)

মাধব। হায় কি হলো? ঘোর তৃষ্ণায় মত্ত হয়ে কেন এমন কাজ কল্লুম? হায় হায় আমার শেষে এই হোলো! ওঃ গেলুম! (কম্পন ও ক্রন্দন)

ওয়েল্‌সলি। নারকি! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। আমি তোর কপটজালে বিশ্বাস করে নিষ্কলঙ্ক নিউরাজ্‌কে নির্ব্বাসিত করেছি। ওঃ না বুঝে কায করা কি অর্ব্বাচিনের কর্ম্ম।

মাধব। (রোদন) প্রভু! এবার ক্ষমা করো।

ওয়েল্‌সলি। ক্ষমা? তোকে ক্ষমা? ওঃ!!!

সৈনিক। বাবা বুঝে ওটা ভার। তোমার পেটে এতো?

(একজন পত্রবাহকের প্রবেশ)

ওয়েল্‌সলি। (পত্রগ্রহণ করিয়া পাঠ)।

"মহাশয়!

আপনার আদেশানুসারে আমি মহীসূরের অধীশ্বরের সন্ধান পেয়েছি। নিম্নলিখিত কাগজটী পড়িলেই সমস্ত উপলব্ধি হবে।

আপনারি

প্রজা

(কাগজ পাঠ)

নিউরাজ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র! আমার অবর্ত্তমানে ইনিই মহীসূরের অধীশ্বর। ইনি দয়ালু, দাতা, সরল ও বীর হই-বেন। ইহাঁর দ্বারা আমাদের কুলকলঙ্ক বিদূরিত হইবে।

ওয়েল্‌সলি। ওঃ মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ না কর্‌লে কি ওরূপ নির্ম্মল, পবিত্র ও তেজস্বী স্বভাব হয়? নিউরাজ আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। বিনাপরাধে আমরা তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। বাহক তুমি যাও, বলগে আমি এখনি যাচ্চি। আনুত্র আজ কি সুখের দিন! নিউরাজ নির্দ্দোষী, ঘটনা পরম্পরার সংযোগে কি না হতে পারে? দুঃখের সম্পাতে সহস্র বিপদ আসিয়া

যোগ দেয়। সুখের সময় আসিলে সহস্র সুখের সমাবেশ হয়। ঈশ্বর আপনাকে ধন্যবাদ! আজ কি সুখের দিন!

মাধব। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! আজ আমার শঙ্কট উপস্থিত। আমার কি হলো? কেন পরের অনিষ্টে ঘুরিলাম? আজ আমার সকলই ফুরাইল, দীপ ক্ষণঃপরেই নির্ব্বান হবে। পৃথিবী শূন্যময়, আকাশ শূন্যময়, গৃহ শূন্যময়, সকলই শূন্য, মন শূন্য, দেহশূন্য! ওঃ ওঃ ওঃ! ডুবিলাম, ঘোরপঙ্কে ডুবিলাম!

ওয়েল্‌সলি। শিবদাস চলো! রক্ষক পাপিষ্ঠকে শীঘ্র চক্ষের অন্তরে নেযাও। আনন্দ চলো সুসমাচার দিইগে।

(সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মহীসুর রাজপ্রাসাদ।

সভা।

(বন্দীর প্রবেশ)

বন্দী। মহীসুরবাসি উঠ সর্ব্বজন,
আনন্দেতে আজ হওহে মগন।
দুরন্ত যবন টিপু সুলতান,
সংগ্রামেতে পাপ, হারায়েছে প্রাণ,
মনের হরিষে সুমঙ্গল গান
গাওহে সকলে বাজায়ে বীণ।

ধন্য হে ইংরাজ প্রবল প্রতাপ
উদার প্রকৃতি নহি পাপতাপ!
দুরন্ত যবন হয়েছে শাসিত,
পুনঃ হিন্দুরাজা হয়েছে আনীত;
মঙ্গল বিধানে আসি পুরোহিত
কর্ব্বে অভিষেক—বাজাও বীণ।

লোকান্তর গত হলে রামরাজ,
দুরন্ত হায়দার মহীসুর রাজ
হরে নিল ছলে মহিষী নিকট।
মহিষী হেরিয়া এঘোর শঙ্কট,
পশি শিশু লয়ে অরণ্য বিকট
যাপিল এ কাল কত যে শোকে।

সেইশিশু আজ নিউরাজ মণি
বীরত্ব যাহার রবিকর জিনি;
এ নৃপবংশের শোক অন্ধকার,
হরিয়াছে পশি প্রভা চন্দ্রমার!
বাজাও দুন্দভি বাজাও এবার,
পড়িয়াছে মুন ভয়কি জোঁকে?

দিল্লিনগরীর ধনাঢ্য বণিক
কমলা অচলা, নহেক ক্ষণিক—
বীণা-পাণী যথা সপত্নীর সনে
সদা অধিষ্ঠিত হরষিত মনে;
রামরাজ যাঁয় অতি সযতনে,
অর্পেছেন স্বসা গৌরব লভি।

নিউরাজ মাতা যবে দীনবেশে

শিশু লয়ে কোলে রন গুপ্তবেশে ;
কিশোর বয়সে নবীন মানসে
সরমা মুরতি ভাসি প্রেমরসে
স্থাপিলেন যুবা সৌরভ লভি ।

কাটে নাই কীট সরমা-কুসুম ।
কাটিব মানসে নির্ম্মল প্রসুন
পাতিল মাধব কুচক্রের জাল,
অতীব কঠিন অতীব করাল,
নিউরাজ মরি পড়িল তায় ।

প্রবল ঝঞ্জার পাংশুজাল সম,
অপসৃত হোলে চক্র ঘনতম ;
প্রেমিক যুগলে রত্ন-সিংহাসনে
বসাইব সাধ অতি সযতনে ।
বল হে সকলে বল একতানে
জয় সরমার নিউরাজ জয় ।

(বন্দীর প্রস্থান)

(ওয়েল্‌সলির প্রবেশ)

ওয়েল্‌সলি । সভ্যগণ ! আজ কি আমোদের দিন ! এ মহোৎ-
সবে একটী প্রাণীও যেন নিরানন্দ থাকে না ; মহীশূরের

আজ পুনর্জীবন। আমার মহীসুর স্বাধীন—দুরন্ত মুসলমান তাড়িত! নিউরাজ এ মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ না করিলে কি ওরূপ মহত্ব হয়, ওরূপ উদার প্রকৃতি হয়, ওরূপ মার্জ্জিত বুদ্ধি হয়? দুঃখরাহু নিউরাজ চন্দ্রকে এতদিন আবরিত করেছিল। এখন পূর্ণিমার বিমল চন্দ্র আবার বিকাশিত হয়েছেন! আজ আমরা নিউরাজকে অভিষেক করবো। আমরা না বুঝে নির্ম্মল চরিত্র নিউরাজকে কি কষ্টই না দিয়েছি। কিন্তু নিউরাজের চিত্ত এত গভীর যে, এঘোর বিপদে তিল মাত্র বিচলিত হয় নাই। ধন্য নিউরাজ! ধন্য তোমার মহত্বতা! আমরা না জানিয়া নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করেছিলুম, কিন্তু তোমার ক্ষতি হয় নাই। ক্ষণকাল মেঘ শশীর নির্ম্মল আভা আবরিত কল্লে চন্দ্রের ক্ষতি কি? বরং মেঘমুক্তশশধর দ্বিগুণতর প্রভায় বিকাশিত হলো। আমরা না জানিয়া পবিত্র, উন্নতমনাঃ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হিন্দুজাতিকে কত নিন্দা করিয়াছি। সে আমাদের দোষ নয়, অপরিণাম-দর্শীর দোষে আমরা না বিবেচনা করিয়া শঠের বাক্যে বঞ্চিত হইয়া তোমার ওরূপ করিয়াছি; তার জন্যে ক্ষমা করো। অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, ঘটনা পরম্পারার এরূপ সংযোজন হয় যে, সে গুরুতর কষ্টে পতিত হয়। যাই হোক সকলে একবার মন খুলে, মহীসুর রাজার জয় বল।

সকলে। জয় মহীসুর রাজার জয়, জয় নিউরাজের জয়, জয় নব-
দম্পতীর জয়।

পূর্ণিয়া। আবার যে মহীসুরে পুনঃ হিন্দুনাম ধ্বনিত হবে, এ নিতান্ত অসম্ভব। হায়দারের কঠিন নিগড় হতে যে মহীসুর রাজবংশ উদ্ধার হবেন এ নিতান্ত দুরাশা। মহিষী যেরূপ কষ্টে গুপ্ত বেশে জীবন যাপন করেছেন, সে কথা শুন্‌লে পাষাণও দ্রব হয়, বজ্রও নত হয়, সর্প লজ্জায় বিবরে প্রবেশ করে, আর ভয়ানক যমের দৌত্য কার্য্য করে না। সুধু রাজ্যপাট গিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, শেষে নয়ন-পুতলি, আশাবর্ত্তি পুত্রও নির্ব্বাসিত হলো, তাতেও সে দুর্ভাগিনী সমভাবে ছিল। মা! তুমি রমনীর আদর্শ! তোমার সহিষ্ণুতা অজেয়! ধন্য তোমায়! তুমি দেবী। কোম্পানি বাহাদুর! মহীসুর রাজবংশ তোমাদের চিরকালের দাস হলো—তোমাদের ঋণ অপরিশোধনীয়। তোমাদের যে যশঃ কীর্ত্তি স্তম্ভ আজ ভারতে উত্থিত হলো, ইহার কণাও কেহ খসাইতে পারিবে না। তোমাদের ধর্ম্ম-নিসান হিমাচলে উড্ডীন হলো। তোমাদের প্রবল ক্ষমতা ভারতের প্রহরী হলো, কার সাধ্য আর ভারতে প্রবেশ করে? ভাই সব একবার মনখুলে বলো, জয় ব্রীটীষ সিংহের জয়, কোম্পানি বাহাদুরকো জয়!!!

সকলে। (ঐ শব্দ উচ্চারণ)

ওয়েল্‌সলি। আপনার কন্যার সহিত নিউরাজের বিবাহ; আপনকার মত কি?

ধনপৎ। আমার আবার এ বিষয়ে মত কি? পূর্ব্বে হইতেই তো আমার মত আছে। এ সম্বন্ধে তো আমার গৌরব।

ওয়েল্‌সলি। নিউরাজ ও সরমা উভয়ের অনুরাগী—বাল্যকাল থেকে উভয়ের মনে বাল্য-স্নেহ প্রেম রূপে পরিণত হয়েছে। এ বিবাহ হলে উভয়ে অতি সুখী হবে। এরূপ বিবাহের আমরা নিতান্ত পক্ষপাতী।

ধনপৎ। সরমার মাতার একান্ত ইচ্ছা যে, নিউরাজ জামতা হয়। আর বাল্যকালের ন্যায় যৌবনে দুজনে সুখে বিচরণ করে।

পূর্ণিয়া। কিন্তু সরমা যখন নিউরাজের পিসতুতাভগ্নি তখন এ বিবাহ কিরূপে শাস্ত্রসঙ্গত বা দেশীয় আচার সঙ্গত হবে? মুসলমান হলে এ বিবাহ হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হিন্দুদিগের ইটী নিতান্ত আচার বিরুদ্ধ।

ওয়েল্‌সলি। যখন উভয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মেছে, যখন দুজনের হৃদয়ে প্রেম অঙ্কুরিত হয়েছে, তখন নিকট সম্বন্ধ থাকলেও বিবাহের আপত্তি থাকতে পারেনা। এই বিবাহ প্রথার জন্য হিন্দুদের এত অবনতি, ইহাতে চরিত্র দূষিত হবার সম্ভাবনা, আর প্রেমিকের মন নৈরাশ্য-

নলে দগ্ধ হইয়া চিরদিনের জন্য উচ্চ মন নত হইয়া পড়ে, উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। যার মনের সুখ চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয়, তার উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? শাস্ত্রকার এ বিবাহ কেন নিষিদ্ধ করেছেন, তার প্রকৃত কারণানুসন্ধান করা আবশ্যক। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। সুতরাং স্বীয় পরিচিত কুটুম্বের সহিত বিবাহ না দিয়া দূরস্থিত লোকের সহিত সম্বন্ধ হলে স্বীয় কুটুম্ব ক্রমেই বর্দ্ধিত হবে, আর একতা বদ্ধমূল হবে, এই যে তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তার আর সন্দেহ নাই। তা এতে অমত করবেন্ না।

ধনপৎ। আমি এ সম্বন্ধে এক পলের জন্যও আপত্তি করি না, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অভিমত।

ওয়েল্সলি। আপনারা পণ্ডিত, মহদ্বংশসম্ভূত ও ধনী, আপনারা যদি এরূপ বিবাহে অমত প্রকাশ করেন, তাহলে অতি দুঃখের হয়। এই সুখের ও আনন্দের সময় এ বিবাহও সম্পন্ন হোক।

সকলে। জয় যুগল দম্পতীর জয়। ধন্য ধনপৎ ধন্য!

পূর্ণিয়া। সময় অতীত হচ্চে। মাহেন্দ্র ক্ষণের মধ্যেই অভিষেক সম্পন্ন করা আবশ্যক। প্রভু আপনি তবে যুবরাজকে লয়ে আসুন।

ওয়েল্সলি। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

অ্যান্‌ড্রু। ধনপৎ! তোমার মেয়ের সাদি, আবার তোমার জামায়ের করোনেসন্, কি বকসিস্ দেবে বলো। যেমন তেমন হলে হবে না। হীরার একটী ব—ড় আঙ্গটী, আর হীরার একটী চে—ন, আর গ্রাণ্ড পার্টী একটী তো দেবেই। কেমন ধনপৎ? ব্রাণ্ডি, ক্লারেট বিয়ার, স্যাম্পিন! হো হো হো! I am very fortunate!

ধনপৎ। সাহেব এ আর বিচিত্র কি? আপনারা বড়লোক, অনুগ্রহ করে আমাদের ঠেঁয়ে যে চান এই সুখ।

অ্যান্‌ড্রু। আমাদের মেমদের একদিন নাচ দিতে হবে।

ধনপৎ। যে আজ্ঞা।

অ্যান্‌ড্রু। পূর্ণিয়া ওল্‌ড্‌ফুল, তুমি আমোদের সময় মাথায় সুরাদেবীর ফোঁটা কাটিয়া, চক্ষু বুঝিয়া বসিয়া থাকিবে একটী কো—নে।

সকলে। (হাস্য)

অ্যান্‌ড্রু। আমি গলায় চেন দিয়া চুরট টানিতে টানিতে বলিব, পূর্ণিয়া ওল্‌ড্‌ফুল, বেরসিক, আমি তোমাদের বাঙ্গালার ভেদ মারিয়াছি; কেমন?

পূর্ণিয়া। সম্পূর্ণ ভেদ মারিয়াছি।

সকলে। (হাস্য)

অ্যান্‌ড্রু। হ্যালো পূর্ণিয়া তুমি ইয়ার হইয়াছ। (নৃত্য)

সকলে। (হাস্য)

(নেপথ্যে মঙ্গলসূচক বাদ্য)

সকলে। ঐ আসছেন, এস দাঁড়াই।

(সকলে দণ্ডায়মান)

(ওয়েল্‌সলির হস্তধরিয়া যুবরাজ বেশে
নিউরাজের প্রবেশ।)

(নেপথ্যে বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি)

সকলে। জয় মহীসুর রাজার জয়। জয় নিউরাজের জয়।

ওয়েল্‌সলি। (নিউরাজের হস্তধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করণ) নিউরাজ! আজ আপনাকে আপনকার পৈতৃক সিংহাসনে অভিষেক কল্লুম; আশা করি এই গুরুতর ভার আপনার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে। আপনাকে অধিক উপদেশ দেওয়া বাহুল্য। কোম্পানি বাহাদুর আপনার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করবেন। এখন সুখী হয়ে রাজ কার্য্য সম্পাদন করুন।

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

(বাদ্য ও নেপথ্যে গীত)

নিউরাজ। আপনাদের ঋণে এ জীবনে বদ্ধ হলাম। আবার যে স্বদেশকে স্বাধীন কত্তে পার্‌বো এ আশা ছিল না; আপনাদের অনুগ্রহে তা সম্পন্ন হলো। আমার মাতার যে কি আনন্দ তা বলতে পারিনা।

ধনপৎ। বাবা নিউরাজ! তুমি যে এই কুলের প্রদীপ তা জানতেম্ না। বাবা! আমি সরমাকে তোমার হাতে সমর্পণ কল্লুম। দীর্ঘজীবি হয়ে সুখে রাজকার্য্য করো।

পূর্ণিমা। পিতার কুল উজ্জ্বল করো।

পুরোহিত। (অর্ঘ হস্তে লইয়া) আজ তুমি মহীসুরের অধীশ্বর হলে। ঈশ্বর তোমায় চিরজীবি করে সুখে রাজকার্য্য কর্ত্তে দিন। স্বস্তু, স্বস্তু, স্বস্তু।

সকলের জয়ধ্বনি।

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি।)

অ্যানুক্রু। God bless the king (গড ব্লেশ্ দি কিং)

ওয়েল্সলি। শিবদাস আরোগ্য হয়েছে, আর ক্ষিপ্ত নাই। ঘোর নারকী মাধবের উপযুক্ত শিক্ষার আবশ্যক। আমি ইচ্ছা করেছি, মাধবের পাপজীবনের শেষ করিব। আজ তার ফাঁসি দিব।

(বিউগল ধ্বনি)

(রক্ষকপরিবৃত মাধব ও শিবদাসের প্রবেশ।)

নিউরাজ। সত্য মাধব আমার অনেক অপরাধ করেছে, অনেক কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু নির্ম্মল দর্পণে মুখ বিকৃত করিয়া দাঁড়াইলে দর্পণ সুদ্ধ প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে দর্পণ অঙ্কিত হয় না। ও পাপী, আমার ইচ্ছা ওর ফাঁসি না দিয়ে ক্ষমা করলে মহত্ত্বতা প্রকাশ হবে।

সকলে। ধন্য নিউরাজ ধন্য!

ওয়েল্‌সলি। কৃতঘ্ন মাধব! একবার নিউরাজের ঔদার্য্য দেখ্‌। এই মহতের অনিষ্ট কত্তে তুই প্রবৃত্ত হয়েছিলি? পাপ! তোর নরকেও স্থান নাই। তোর কি অবস্থা ছিল আর এখন কি হয়েছে ভাব দেখি। রক্ষক! এর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে দেশে পরিভ্রমণ করিয়ে এখানে নিয়ে এসো।

মাধব। (স্বগত) তবু বাচলুম! বাবা! যে ফাঁসি ঝুলান রয়েছে এতে যে এড়িয়েছি, এই ঢের। বাবা গো—

রক্ষকসহ প্রস্থান।

আনুক্র। Kill the rougue! ক্ষমা? ফাঁসি কাটে ঝোলাও। ক্ষমা? অমন দয়া করিলে রাজ্য চলিবে না। ব্রিটীষ পলিসি শিখ।

ধনপৎ। বাবা! পাপ মাধব সরমাকে বিবাহ করবার জন্যে অনেক দুষ্কর্ম্ম করেছে, ওর ক্ষমা নাই। তবু তুমি অমন ঘোর শত্রুকে যে ক্ষমা কর্‌লে তাতে বড় সন্তুষ্ট হলেম।

পূর্ণিয়া। সর্প গৃহে রাখা অবিবেচনার কার্য্য, নিধনই আবশ্যক।

নিউরাজ। ওর সমুচিত শিক্ষা হয়েছে। জীবন নষ্ট কর্‌লে কি হবে। পাপীর শিক্ষা আবশ্যক।

শিবদাস। তা যথেষ্ট হয়েছে!

ওয়েল্‌সলি। শিবদাস! তুমি আপনার পাপ আপনি জান্‌তে

পেরে যে আপনি ঘোর অনুতাপ করেছো, এইতেই তোমার পাপের পায়শ্চিত্ত হয়েছে। আজ আমরা তোমায় ক্ষমা করিলাম। অসৎসংসর্গ ত্যাগ করো। এই সংসারে তোমার কার্য্য হইল, এক্ষণে আমার নিকট নীতি শিক্ষা করিও।

অ্যান্‌ড্রু। কি নীতি? মেরিয়া মন্ত্র জপ?

(হাস্য)

গাধার পৃষ্ঠে রক্ষক সহ মাধবের নতমুখে প্রবেশ

ওয়েল্‌সলি। সকলে দেখ, পাপের শাস্তি দেখো।

শিবদাস। মাধব! আর পাপ কর্‌বে?

মাধব। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ধনীর পুত্র হয়ে, মিছে আশার মুগ্ধ হয়ে, কুচক্রের শেষে এই ভয়ানক ফল ফলিল। পৃথিবীতে কে বলে পাপের জয়, পুণ্যের পরাজয়? সে দেখুক। পাপের আশু জয় হয় বটে কিন্তু বিষফল উৎপন্ন হবার জন্য।

সকলে। জয় নিউরাজের জয়!!!

পটক্ষেপণ

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিদ্ধনাম শিবের মন্দির।

অগ্রে, নিউরাজ পশ্চাতে নিউরাজের মাতার কক্ষে সরমা,
ও তৎপশ্চাতে কুলকামিনীগণের বরণডালা, ও
ও অন্যান্য পূজার উপকরণ লইয়া শঙ্খধ্বনি
ও হুলুধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ।

চল্ চল্ সখি দেবের আলয়—
করিবো সকলে মঙ্গলা পূজা।
প্রাণের রতন নিউরাজ ধন।
পেয়েছে জীবন হয়েছে রাজা।

চল্ চল্ সখি থাকিতে কি পারি?
করিবো হরষে মঙ্গলা পূজা।
কর্ কর্ সখি কুসুম-চয়ন,
রচিব তাহাতে চিকন মালা।

পরাইব সখি সবার গলে—
ঘুরিতে ঘুরিতে লইয়া ডালা।
চল্ চল্ সখি পূজিব এখন,
সিদ্ধনাথ শিব্ আমরা বালা।

দেখুক দেখুক সকল মহিলা—
জানে কিনা প্রেম ভারত-বালা।
দেখুক দেখুক এই পুত প্রেম—
শিখিবে ধরার যত মহিলা।
চল্ চল্ সখি দেবের আলয়,
সাজাব মিথুনে দিইয়ে মালা।

চল্ চল্ সখি দেবের আলয়।
মাতার শোকের ছিলনা ওর,
ভাবাইব মায় সুখের সাগরে ;
আজ সুখে নিশি করিব ভোর।

দুরন্ত যবন কোথায় এখন—
বড় দিয়েছিল্ মরমে ব্যথা।
সতী রমণীর এই ঘোর শাপ—
খিঁধিবে শিরায় নাহি অন্যথা।

আয় আয় টিপু! পোড়াইব তোর—
সতীত্ব অনল রয়েছে হেথা।

চল্ চল্ সখি দেবের আলয়—
করিব সকলে মঙ্গলা পূজা।
নিউরাজ বামে বসায়ে সরমা—
করিব সকলে মঙ্গলা পূজা।
দেখুক দেখুক চাহিয়া চাহিয়া—
নিষ্ঠুর মাধব দেবীর পূজা।

নিঃ, মা। মা সরমে! আজ কি সুখের দিন! আজ যে এমন উৎসবে তোমাদের দুজনকে লয়ে মঙ্গলার পূজা করবো এ আশ্চর্য্য!!!

সরমা। মা এই কি দেব-মন্দির?

নিঃ, মা। হাঁ মা।

সকলের দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সকলের প্রণাম।

শঙ্খ ও হুলুধ্বনি প্রদান।

(পুরোহিতের প্রবেশ।)

পুরোহিত। মা! তবে দেবের ও মঙ্গলার পূজা করি।

পূজা আরম্ভ।

নিঃ, মা। করুণ।

(কামিনীগণ নিউরাজ ও সরমাকে যুগলবেশে দণ্ডায়মান করাইয়া

সকলে। কুসুম মালিকা ত্বায় আয় লয়ে

স্মর রতি গলে পরালো এসে।

করনালো সখি! কটাক্ষ সন্ধানে,

নিউরাজ পানে ঈষৎ হেসে।

মরি মরি রূপে জগত মোহিল!

সুখের নীরেতে সরমা ভাসে।

নিউরাজ। আজ এ সুখের দিনে, মন খুলে আনন্দ কর। সরমে! দেখি আজ একবার হৃদয় ভোরে দেখি।

সরমা। মৃদু হাস্য।

১ম রমণী। সরমা! একটী গাওনা ভাই।

২য় রমণী। ওমা গান গাইবে! একি মা!

৩য় রমণী। লজ্জায় মলুম মা!

সরমা।

সখি মতিমালা! আয় লয়ে মালা

দিবলো নাথের গলে।

১ম রমণী।

সখি হের হের তব সুধাকর।

দাওনালো মালা গলে।

নিউরাজ।

সুখের সাগরে ভেষেছি সকলে

আজি কি উৎসব দিন!

সকলে।

ভয় করে পাছে সরমা কমল,
লাজ উপজিয়া হয় মলিন।
প্রসারিয়া তব সুকোমল কর,
ধর না গো হেরি সরমা গলা।
হইয়া ভ্রমর সরমা কমলে,
লভিবারে মধু করনা খেলা।
(নিউরাজ সরমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন)

পটক্ষেপণ।

নেপথ্যে গীত।

সমাপ্ত।